7/10/2014



ISLAMIC DAWAH AND EDUCATION ACADEMY

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি

| লিখক:
মুফতী ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারি

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-১)

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একটা শিশুও সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন। সাহাবায়ে কেরাম রা. যেমন ছিলেন সত্যের মাপকাঠি, তেমনি তারা দুনিয়া থেকেই আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণাপ্রাপ্ত। ইসলামের সঠিক পথ নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো, সাহাবায়ে কেরাম রা. এর অনুসৃত পথের অনুসরণ। যুগে যুগে যারাই সাহাবায়ে কেরাম রা. এর পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছে, তারাই গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী হলেন সাহাবায়ে কেরাম। যারা সাহাবায়ে কেরামকে যথাযথ সম্মান করে, তাদের অনুসৃত পথে চলে,তারাই মুলত: কুরআন ও সুন্নাহের প্রকৃত অনুসারী। সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথ ব্যতীত লক্ষ-কোটি বারও কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের দাবী করলেও তারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।

যুগে যুগে যারা সাহাবায়ে কেরামের বুঝকে পায়ে দলে, তাদের অনুসৃত পথকে দূরে সরিয়ে নিজেদের মনগড়া মতবাদ চালু করেছে, তারাই মুলত: ভ্রষ্টতার গভীরে নিমজ্জিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা না দিয় যারা তাদের সমালোচনা করেছে, তারাই যুগে যুগে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সুতরাং হক ও বাতিলের পরিচয়ের জন্য আমাদের বিস্তর গোবেষণার প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, আমরা দেখবো, কারা রাসূল স. এর সাহাবাদের অনুসৃত পথে চলে। যারা কুরআন ও সুন্নাহকে সাহাবায়ে কেরাম এর বুঝ অনুযায়ী অনুসরণ করে তারাই মুলত: মুক্তিপ্রাপ্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দল। এর বাইরে যতো দল, মত বা মতবাদ রয়েছে, সবগুলোই ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী।
একবার মোনাজেরে জামান হযরত মাওলানা আমীন সফদর রহ. এর কাছে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলো, জামাতে ইসলাম বা মাওলানা মওদুদী ও দেওবন্দী আলেমদের মাঝে পার্থক্য কী?
তিনি তাকে বললেন, হায়াতুস সাহাবা বইটি নিয়ে যান। এক সপ্তাহ পড়ার পর আমার কাছে আসবেন।
লোকটি এক সপ্তাহ পরে আবার এলো। আমীন সফদর রহ. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই এক সপ্তাহে হায়াতুস সাহাবা পড়ে কী শিখেছেন?
লোকটি বলল, বইটি পড়ে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও মহব্বত বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। তাদের প্রতি সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্ম নিয়েছে।
আমীন সফদর রহ. বললেন, এবার আপনি মাওলানা মওদুদী সাহেবের লেখা খেলাফত ও মুলুকিয়াত বইটা নিয়ে যান। এক সপ্তাহ বইটা পড়ে আমাকে প্রতিক্রিয়া জানাবেন।
লোকটি এক সপ্তাহ পরে এসে বলল, এই বই পড়ে তো সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অন্তরে ঘৃণাবোধ তৈরি হয়েছে। তাদের সমালোচনা ও দোষত্রুটিই শুধু চোখে ভাসে।
আমীন সফদর রহ. বললেন, এটিই হলো দেওবন্দ ও মাওলানা মওদুদীর মাঝে পার্থক্য।

বর্তমান আহলে হাদীসদের সাথে আমাদের বিরোধ শুধু শাখাগত মাসআলা নিয়ে নয়। বরং এদের সাথে আমাদের বিরোধ মৌলিক আকিদা বিষয়ে। এদের সাথে আমাদের বিরোধ সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ ও তাদের মর্যাদা বিষয়ে। আহলে হাদীসদের সাথে আমাদের বিরোধকে যারা একান্ত শাখাগত মাসআলা কেন্দ্রিক মনে করে থাকেন, তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছেন। আহলে হাদীসদের সাথে আমাদের অধিকাংশ বিরোধ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মৌলিক আকিদা বিশ্বাস সম্পর্কিত। আমাদের এই সিরিজে সাহাবায়ে কেরাম রা. সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা:

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সাহাবায়ে কেরাম রা. এর প্রশংসা করেছেন। তাদের মর্যাদা ও অবস্থান তুলে ধরেছেন।
১. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠) سورة التوبة

'মুহাজির ও আনসারদের প্রথম অগ্রবর্তী দল এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটাই মহা সাফল্য'

[সূরা তওবা-১০০]

২. আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) سورة الفتح

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্ট কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদার প্রভাবের চিহ্ন পরিস্ফুট থাকবে। তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ। আর ইঞ্জিলে তাদের বর্ণনা হল যেমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অত:পর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

[সূরা আল Ñ ফাতহ, ২৯।]

৩. অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩) سورة الحشر

'এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী। আর এ সম্পদ তাদের জন্যও, যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে। তারা মুহাজিরদেরকে ভাল-বাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

[সূরা-হাশর, ৮-৯]

৪. অপর জায়গায় এরশাদ হয়েছে–

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লহ তায়া'লা ঐ সকল মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন (যাহারা আপনার সফর সঙ্গী), যখন তাঁহারা আপনার সাথে গাছের নিচে অঙ্গীকার করছিলো এবং তাঁদের অন্তরে যা কিছু (ইখলাস ও মজবুতি) ছিল তাও আল্লহ তায়া'লার জানা ছিল, আর আল্লহ তায়া'লা তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে একটি নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। (এর দ্বারা খায়বরের বিজয় কে বুঝানো হয়েছে, যা একেবারে নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে) আর প্রচুর গনিমতও দান করলেন। (*সূরা ফাতহঃ ১৮*)

৫. সাহাবাহ কেরাম রদিয়াল্লহু আ'নহুমদের ব্যাপারে আল্লহ তায়া'লা এরশাদ করেন–

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّـهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

অর্থঃ ঐ সকল মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা আল্লহর সাথে যে ওয়াদা করেছিলো তাতে সত্য প্রমানিত হয়েছে। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা নিজ মানত পূর্ণ করেছে (অর্থাৎ শহীদ হয়ে গিয়েছে।) আর কিছু তাদের মধ্য হতে এর জন্য আগ্রহী এবং অপেক্ষায় আছে (এখনও শহীদ হয়নি) এবং নিজেদের ইচ্ছার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন ও রদ-বদল ঘটায়নি। (*সূরা আহযাবঃ ২৩*)

৬. সূরা নিসার ৯৫নং ও সূরা হাদীদের ১০নং আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,
وكلا وعد الله الحسنى
অর্থাৎ, তাদের (মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য থাকা সত্ত্বেও) সবাইকে আল্লাহ তা'আলা হুসনা তথা উত্তম পরিণতির (জান্নাত ও মাগফিরাতের) ওয়াদা দিয়েছেন।
এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের জন্য হুসনা এর ওয়াদা করেছেন।সূরা আম্বিয়ার ১০১নং আয়াতে হুসনা লাভকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون অর্থাৎ, যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই হুসনার ওয়াদা হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে।

৭. সূরা হুজুরাতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

- لكن الله حبب إليكم الإيمان و زينه في قلوبكم و كره إليكم الكفر و الفسوق و العصيانط أولئك هم الراشدون o

অর্থাৎ, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পান্তরে কুফর, শিরক, পাপাচার ও নাফরমানির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই (সাহাবীগণ) সৎপথ অবলম্বনকারী।

[সূরা হুজুরাত-৮]

৮. সূরা হুজুরাতের ১৫ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

- إنما المؤمنون الذين امنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل اللهط أولئك هم الصدقونo

অর্থাৎ, তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে। তারাই (সাহাবীগণ) সত্যনিষ্ঠ (বা সত্যবাদী)।

[সূরা হুজুরাত-১৫]

৯. আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে মাপকাঠি সাব্যস্ত করে বলেছেন,

فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا و إن تولوا فإنما هم في شقاق
অর্থাৎ, যদি তারা ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ, তবে তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা (এথেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা হঠকারিতায় রয়েছে। [সূরা বাক্বারা-১৩৭]
১০. সাহাবায়ে কেরাম এর ইমানের গ্রহণযোগ্যতা এবং যারা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে উপহাস করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

- و إذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا أنؤمن كما امن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء و لكن لا يعلمونo

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, মানুষরা অর্থাৎ সাহাবীরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন। তখন তারা বলে আমরাও কি বোকাদের মতো ঈমান আনব? মনে রেখো প্রকৃতপে তারাই বোকা; কিন্তু তারা তা বোঝে না।

[সূরা বাক্বারা-১৩]

১১. সূরা আনফালে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

- أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجت عند ربهم و مغفرة و رزق كريمo

অর্থাৎ, এমন সব লোকই (সাহাবীরা) সত্যিকারের মুমিন (যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ)। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট সুউচ্চ মর্যাদা ও মাগফিরাত এবং সম্মানজনক রিযক। [সূরা আনফাল-৪]

১২. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها

অর্থাৎ, (আল্লাহ তা'আলা) তাদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) জন্য কালিমায়ে তাক্বওয়া তথা সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। (সূরা ফাত্হ-২৬)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-২)

রাসূল স. এর হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা:

১. বোখারী-মুসলিমের সহীহ হাদীসে রয়েছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা আমার যুগে রয়েছে। অতঃপর তাদরে পরবর্তী যুগের উম্মাত (তথা তাবেয়ীগনের যুগ) অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের উম্মাত। (অর্থাৎ, তাবয়ে তাবেয়ীনের যুগ) (বুখারী ৪/২৮৭- ২৮৮- মুসলিম ৪/১৯৬৪)

২. সাহাবাদের মর্যাদা সম্পন্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেনঃ

الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم

অর্থাত-সাবধান!তোমরা আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাঁদেরকে (তিরস্কারের) লক্ষ্যবস্তু বানাইও না। যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে সে আমার প্রতি ভালোবাসা বশেই তাঁদেরকে ভালোবাসে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে"।(তিরমিযী-৩৮৬১, ইবনে হিব্বান, হা. ২২৮৪, মুসনাদে আহমদ, খ.৪, পৃ.৮৭, আস-সুন্নাহ, ইবনে আবি আসেম, হা.৯৯২)

৩. তিনি আরো ইরশাদ করেছেনঃ

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ

অর্থাত-তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিওনা। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ উহুদ সমপরিমাণ স্বর্ণও যদি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে,তবেও তাঁদের এক মুদ্দ বা তার অর্ধেক পরিমাণ(এক মুদ=১ রতল। আল্লামা শামী(রাঃ)বয়ান করেছেন যে, এক মুদ্দ ২৬০ দিরহামের সমপরিমাণ। দ্রষ্টব্যঃ আওযানে শরিয়্যাহ)আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার সমতূল্য হবেনা।(সহি বুখারী-হাদিস নং ৩৭১৭)

৪. হযরত ইবনে আব্বাস(রাঃ)হতে বর্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ(সঃ) ইরশাদ করেছেন- " من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين " .অর্থাৎ -"যারা আমার সাহাবীদেরকে গালী দেয়, তাদের প্রতি আল্লাহর,ফেরেস্তাদের,এবং জগতবাসীর অভিশাপ বর্ষিত হোক।(তাবরানী ফিল কাবির, হা.১২৭০৯)

৪. হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূল স. বলেন,

اكرموا أصحابى فإنهم خياركم

অর্থাৎ-তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান কর। কেননা তাঁহারা তোমাদের মধ্যকার উত্তম মানব। [মুসনাদে আহমাদ, খ.১, পৃ.১১২, তাহকীক, আহমাদ শাকের, নাসায়ী, হাকেম, মেশকাত, খ.৩, পৃ.১৬৯৫]

৫. হযরত আবু বুরদাহ(রাঃ) হতে বর্ণিত যে,রাসুলুল্লাহ(সঃ) ইরশাদ করেছেন যে

عن أبى بردة رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم – النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون.

অর্থঃ নক্ষত্র সমুহ আসমানের জন্য আমানত স্বরুপ। যখন নক্ষত্রগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে,তখন আসমানকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেয়ামত চলে আসবে। এবং আমি আমার সাহাবীদের জন্য আমানত স্বরুপ। অতএব যখন আমি ইহকাল ত্যাগ করব তখন তাঁদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁদের(সাহাবাদের) মধ্যে ইজতেহাদি মতানৈক্য দেখা দিবে। এবং আমার সাহাবীরা উম্মতের জন্য আমানত স্বরুপ। অতএব যখন তাঁদের যুগের অবসান ঘটবে তখন আমার উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ফেতনা-ফ্যাসাদের সুত্রপাত ঘটবে। [মুসলিম শরীফ, হা.২৫৩১]

৬. ইরবায ইবনে সারিয়া(রাঃ)হতে বর্ণিত যে,রাসুলুল্লাহ(সাঃ)ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা

قال النبى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتى وسنة خلفاء الراشدين المهدين

অর্থঃ আমার এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন রা. এর সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে। (আবু দাউদ হা.৪৬০৭,তিরমিযী-২৮৯১,ইবনে মাজা [ভূমিকা, ৪২], মুসনাদে আহমদ হা.১৭৬০৬, মুসনাদে বাযযার,ইবনে হিব্বান,মুসতাদরাক লিল-হাকিম,তারীখে দিমাশক লি-ইবনে আসাকির, আল-মু'জামুল কাবীর, হা. ৬২৩, আল-আওসাত, আল-কাবীর লিত্তাবরানী)

৭. রাসুলে কারীম(সাঃ) সমস্ত উম্মতকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলে গেছেনঃ

ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة : قالوا من هى يا رسول الله! قال: ما أ نا عليه وأصحابى

অর্থঃ"অতিশীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তর(৭৩) ফের্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই মুক্তিপ্রাপ্ত এবং জান্নাতী হবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেনঃ সেই মুক্তিপ্রাপ্ত সৌভাগ্যশালী দলটি কারা এবং এত বড় সৌভাগ্য লাভের ভিত্তি কোন নীতি বা আদর্শের উপর ? উত্তরে নবী(সাঃ) বললেন,যে নীতি,তরীকা ও আদর্শের উপর আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম আছেন।(তিরমিজী শরীফ, হা.২৬৪০, ইবনে মাজা, হা.৪৭৯, মুসনাদে আহমদ খ.৪, পৃ.১০২, আল-মুসতাদরাক, খ.১, পৃ.১২৮)

৮. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূল স. বলেন,

آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاق بغض الانصار

অর্থ: ঈমানের নিদর্শন হলো, আনসারী সাহাবীদের মহব্বত এবং মুনাফেকীর নিদর্শন হলো, আনসারীদের প্রতি বিদ্বেষপোষণ। [বোখারী শরীফ, খ.৭, পৃ.১১৩, মুসলিম শরীফ, হা.৭৪, ইমান অধ্যায়]

৯. রাসূল স. ইরশাদ করেন,

لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأي من رآني وصاحبني

অর্থ: তোমরা ততোদিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে থাকবে যতক্ষণ তোমাদের মাঝে আমাকে যারা দেখেছে এবং আমার সংস্পর্শে থেকেছে তারা বর্তমান থাকবে। আল্লাহর শপথ, তোমরা কল্যানের মাঝে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে এমন লোক থাকবে, যারা আমার সাহাবী ও সংস্পর্শ অবলম্বনকারীদেরকে দেখেছে। [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, খ.১২, পৃ.১৭৮, ত্বরানী ফিল কাবির, খ.২২, পৃ.৮৫, ফাতহুল বারী, খ.৫, পৃ.৭]

সাহাবায়ে কেরাম রা. এর সমালোচনার ভয়ঙ্কর পরিণতি:

ইমাম মালেক রহ. বলেন,

إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك ، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء و لو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين

অর্থ: যারা সাহাবাদের ব্যপারে কুৎসা রটনা করে এবং তাদেরকে গালি দেয় এরা মূলত: রসূল (স.) এর বিরুদ্ধেও কুৎসা রটাতে চেয়েছিলো, কিন্তু তাদের দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। তাই তারা সাহাবাগণের ব্যাপারে মিথ্যা রটিয়েছে এবং বলেছে, অমুক সাহাবী নিকৃষ্ট লোক ছিল, অমুকে এমন ছিল তেমন ছিল ইত্যাদি। রাসূল স. যদি নেককার ও সৎ হয়ে থাকেন, তবে তাদের নিকট তার সাহাবীরাও সৎ ও নেককার বিবেচিত হতো। (আস-সরিমূল মাসলূল, পৃ. ৫৫৩)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام
অর্থাৎ যদি কাউকে রাসূল স. এর কোন সাহাবীর সমালোচনা করতে দেখো, তবে তার ইসলামের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করো।
[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৮, পৃ.১৪২]

আবূ যুর'আ রহ. বলেন,

فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم انه زنديق، وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم اولى وهم زنادقة

¤ বলেন, তোমরা যখন কাউকে কোন সাহাবীর অবমাননা করতে দেখ, তখন বিশ্বাস করে নাও যে, সে যিন্দীক ও বির্ধমী। তা এ জন্য যে, আমাদের নিকট রাসূল স. সত্য নবী, পবিত্র কুরআন সত্য; কুরআন হাদীস তথা পুরা দ্বীন যা আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে, তার প্রথম যোগসূত্র হলেন সম্মানিত এ জামাত। সুতরাং যে ব্যক্তি সাহাবাগণের সমলোচনা করবে, সে আমাদের বিশ্বস্ত সাক্ষীদের সমালোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ দ্বীনকেঅগ্রাহ্য বলে ঘোষণা করতে চায়। অর্থাত্ ইসলামের মূলভিত্তি ধ্বংস করে দিতে চায়। সুতরাং এজাতীয় লোকদের সমালোচনা করা উত্তম বরং এরা হলো যিন্দিক।
[আল-কিফায়া, খতীব বাগদাদী, পৃ.৯৭]

¤ ইমাম আবূ আমর ইবনুস সালাহ রহ. বলেন, কুরআন হাদীস ও উম্মতের ইজমা হতে এ বিষয়টি সিদ্ধান্তকৃত যে, কোন সাহাবী রাযি. এর পূত- পবিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করারও সুযোগ নেই।
- উলূমুল হাদীসঃ ২৬৪

¤ ইমাম ইবনে হুমাম রহ. বলেন-
আহলুস-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের আকীদা হল, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে পূত ও পবিত্র মনে করা, তাঁদের উপর আপত্তি উত্থাপন থেকে বেঁচে থাকা এবং তাদের প্রশংসা করা ওয়াজিব।
মুসায়েরা- ১৩২পৃঃ

¤ সকল সাহাবা রাযি. এর
সঙ্গে ভালবাসা পোষণ করা এবং তাঁদের মাঝে পারস্পরিক যে সকল ঘটনা সমূহ সংঘটিত হয়েছে তা লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা, শ্রবণ
করা এবং করানো হতে বিরত
থাকা এবং তাঁদের সুনাম
সুখ্যাতি আলোচনা করা, তাঁদের
প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং তাঁদের প্রতি ভালবাসা রাখা, তাঁদের প্রতি কোন প্রকার আপত্তি প্রর্দশন থেকে বেচে থাকা ফরয।

(শরহে আকীদায়ে সাফারানীঃ ২/৩৮৬)

সাহাবীগণের সমালোচনাকারীদের সম্পর্কে সালাফে-সালেহীনের অবস্থান:

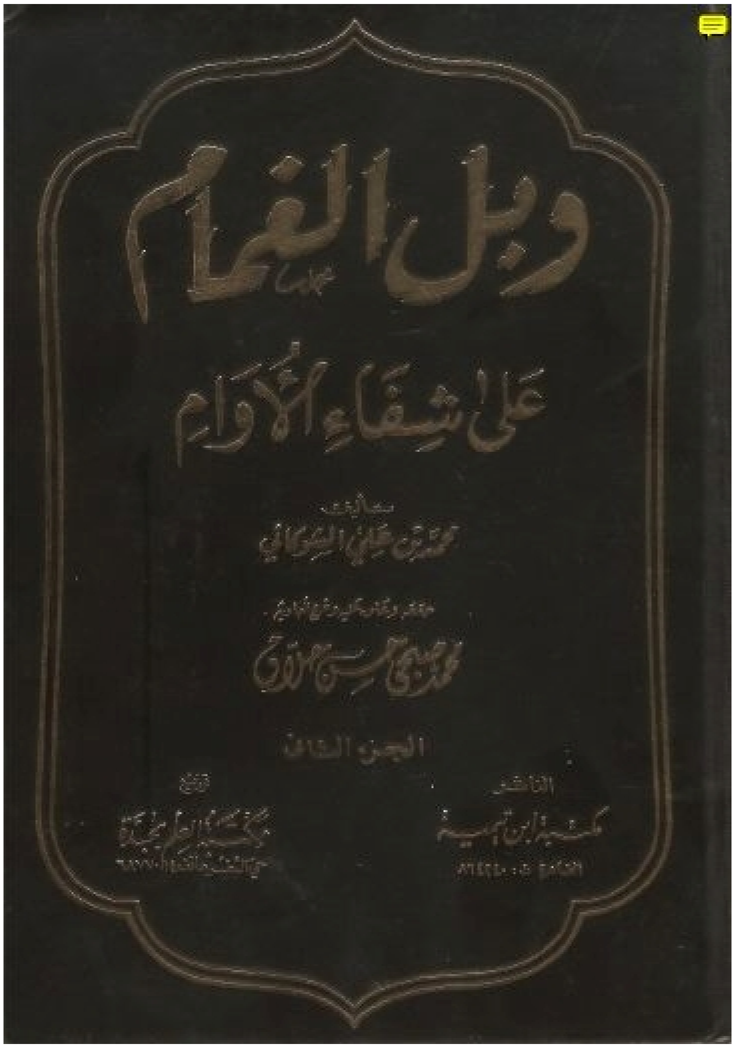
সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনাকারীদের সম্পর্কে সালাফে-সালেহীনের কিছু বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য ইমামের অনেক বক্তব্য রয়েছে। সালাফে-সালেহীনের এসব বক্তব্যের সারমর্ম নিচে উল্লেখ করা হলো,
১. সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে গালি দেয়া, তাদের সম্পর্কে অশোভনীয় ভাষা ব্যবহার, তাদের সমালোচনা, তাদের ব্যাপারে কুৎসা রটনা সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম। এজাতীয় কাজের কারণে একজন মুসলিম আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বের হয়ে পথভ্রষ্ট ফেরকার অন্তর্ভূক্ত হয়।
২. সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা, তাদের প্রতি কুধারণা, এবং তাদের কুৎসা রটনা করা বিধর্মী যিন্দিকদের কাজ।
৩. সাহাবায়ে কেরাম রা. সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা ওয়াজিব।
৪. সর্বদা সাহাবায়ে কেরাম রা. এর ভালো গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা উচিৎ।
৫. সব সাহাবীই রাসূল স. এর প্রিয় ছিলেন।
৬. সাহাবায়ে কেরাম রা. এর সমালোচনাকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জরুরি।
৭. অনেক সময় সাহাবীদেরকে গালা-গালি করার কারণে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।
৮. সাহাবায়ে কেরাম রা. এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের শর্ত ও চাহিদা, তাদের প্রতি বিদ্বেষ বেঈমানীর আলামত।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-3)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কাজী শাওকানী ও নওযাব সিদ্দিক হাসান খানের জঘন্য বক্তব্য:

এ পর্বে আহলে হাদীসদের বিখ্যাত দুই গুরুর বক্তব্য তুলে ধরা হলো।

হযরত ত্বলহা ও যোবায়ের রা. এর ব্যাপারে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ:
কাজী শাওকানী ওবালুল গামাম নামে একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটি তাহকীক করেছেন, মুহাম্মাদ সাবহী হাসান হাল্লাক। এটি প্রকাশ করেছে, মাকতাবাতুল ইলম, জিদ্দা ও মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া, কায়রো। প্রথম প্রকাশ, ১৪১৬ হি:



ওবালুল গামামের দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.৪১৪-৪১৫ পৃষ্ঠায় হযরত ত্বলহা ও হযরত যুবায়ের রা. সম্পর্কে কাজী শাওকানী লিখেছে,

أما طلحة والزبير ومن معهم , فلأنهم قد كانوا بايعوه , فنكثوا بيعته بغياً عليه , وخرجوا في جيوش من المسلمين , فوجب قتاله ,

অর্থ: ত্বলহা, যোবায়ের ও তাদের সাথীরা যেহেতু হযরত আলী রা. এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, *অত:পর তার সাথে বিদ্রোহ করে তার বাইয়াত ভঙ্গ করেছে এবং মুসলমানদের একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছে, সুতরাং তাদের সাথে হযরত আলী রা. এর যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে গেছে।*

নিচের স্ক্রিনশট দেখুন,

○ باب الموادعة وعقد الهدنة ○

أقول : قد قدم المصنف – رحمه الله – في هذا ما يُغني عن ذِكْره هاهنا ، ولعلَّ تكراره لأجل ما استطرده هاهنا من الفوائد التي لم يذكر سابقًا ، ومنها : الرَّدّ على من قال : إنه لا يجب الوفاء بالعهد إلا للمشركين ، فإن هذا قولٌ فاسد ؛ لأن وجوب الوفاء للمسلم تدل عليه الأدلة بفحوى الخطاب ، وما ذكره آخرًا من جواز المصالحة على إرجاع من جاءنا مسلمًا ، فذلك مختصٌّ بحالة ضعف المسلمين وظهور الكفار عليهم ، لا مع العكس من ذلك ، فلا يجوز . ومثْله المهادنة على مالٍ يؤدِّيه المسلمون إلى المشركين .

قوله : **وأسعد بن زرارة** .

أقول : أسعد بن زرارة مات قبل بدر ، فكيف يصح أن يكون من جملة من شاوره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق ، وهو قد مات قبلها بسنين كثيرة . فينظر في كلام المصنف – رحمه الله – .

قوله : **وهو ﷺ لا يهمّ إلا بالجائز** .

أقول : السُّنَّة هي قول النبي ﷺ وفعله وتقريره ، كما ذكره أهل الأصول ، والهمُّ غير داخلٍ تحت هذه الأقسام ، ولو كان ذلك شرعًا ، لم يجُز مخالفته ، بل هو مجرد رأيٍ منه ﷺ ، انكشف له أن الصواب خلافه ، فلا يكون ذلك من الشرع في شيء .

○ باب حكم قتال البغاة ○

أقول : قد قدم المصنف – رحمه الله – طرفًا من الكلام على قتال البغاة ، وعَقَد هذا الباب هنا لاستيفاء الكلام على ذلك ، وليستطرد الكلام في من حارب عليًّا – كرم الله وجهه – ولا شكّ ولا شُبهة أن الحق بِيَدِهِ في جميع مواطنه . أمّا طلحة والزبير وَمَنْ معهم ؛ فلأنهم قد كانوا بايعوه ، فنكثوا بيعته بغيًا

عليه[1] ، وخرجوا في جيوشٍ من المسلمين ، فوجب عليه قتالهم . وأمَّا قتاله

(١) صدق من قال : لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة . فإن شيخنا هنا تخطَّى الحق وجاق الصواب وجانبه ، فلعمري لو أن شيخنا - رحمه الله - جاءه رجلٌ وادَّعى أن حواريي عيسى كانوا بُغاة طالبي دنيا ، لاستنكر ذلك . فما بالك بأصحاب محمد ﷺ ، أليس الزبير حواريّ رسول الله ﷺ ، وأما طلحة فأصدق إيمانًا وأسمى أخلاقًا من أن يُبايع وينكث ، وإنما كان يريد جمع الكلمة للنظر في أمر قَتَلَة عثمان ، وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣ / ٤١ - ٤٢) فنقل عن كتاب (أخبار البصرة - لعمر بن شبة) قول المهلب : « إن أحدًا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليًا في الخلافة ، ولا دعوا إلى أحدٍ منهم ليُولُّوه الخلافة » .

أما حديثه عن أهل الشام بأنهم أغتام ، أي أعجام ، فلعمري أين ذهب فقهه ، والأحاديث التي وردت في فضلهم وأن الطائفة المنصورة الظاهرة فيهم ، وكيف يكونون أغتامًا وقد عاش بين ظهرانيهم أمثال أبي عبيدة أمين الأمة ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد ، ولم يخرج عمر إلى قُطْر بعد الحجاز إلَّا إلى الشام .

وأما معاوية ، فولَّاه عمر ، وَجَمَعَ له الشامات كلها ، وأقرَّه عثمان ، بل إنما ولَّاه أبو بكر - رضي الله عنه - لأنه ولى أخاه يزيد ، واستخلفه يزيد فأقرَّه عمر لتعلّقه بولاية أبي بكرٍ ، لأجْل استخلاف واليه له ، فتعلَّق عثمان بعمر وأقرَّه . فانظروا إلى هذه السلسلة ، ما أوثق عراها ، ولن يأتي أحد مثلها أبدًا بعدها .

والخلاصة كما يقول ابن العربي : والذي تثلج به صدوركم أن النبي ﷺ ذكر في الفتن وأشار وبيَّن ، وأنذر الخوارج وقال : « تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » . فبيَّن أن كل طائفة منهما تتعلَّق بالحق ، ولكن طائفة عليٍّ أدنى إليه .

والآيات في سورة الحجرات (٩) : لم يُخرجهم عن الإيمان بالبغي بالتأويل ، ولا سلبهم اسم الأُخوَّة بقوله بعدها : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات : ١٠] . وقال ﷺ في الحسن : « ابني هذا سيد ، ولعلَّ الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » . فَحَسُنَ له خَلْعُهُ نَفْسَه وإصْلاحُه ، فلو كانت الفئة الثانية على بغي وظلم وتجافٍ عن الحق ، هل يجوز للحسن أن يتنازل عن خلافة المسلمين لظالمٍ أو باغٍ . فهذه أمور لم تَعْدُ سبيل الاجتهاد الذي يُؤجر فيه المصيب عشرة والمخطئ أجرًا واحدًا . انظر العواصم من القواصم صـ ١٤٣ وما بعدها .=

হযরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে কাজী শাওকানীর জঘন্য বক্তব্য:

কাজী শাওকানী ওবালুল গমাম বইয়ে সিফফীনের যোদ্ধাদেরকেও রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত করেছে। অথচ সিফফীনের যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া রা. এর সাথে আরও অনেক সাহাবীও ছিলেন। এছাড়া হযরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে যেসব শব্দ ব্যবহার করেছে, এতে আমাদের গা শিউরে উঠে। কাজী শাওকানী লিখেছে,

وأما أهل صفين , فبغيهم ظاهر , ولو لم يكن في ذلك إلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: ((تقتلك الفئة الباغية)) , لكان ذلك مفيداً للمطلوب , ثم ليس معاوية ممن يصلح لمعارضة علي , ولكنه أراد طلب الرياسة والدنيا بين فوم أغتام , لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً , فخادعهم بأنه طالب بدم عثمان , فنفق ذلك عليهم , وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم , ونصحوا له

অর্থ: সিফফীনের যোদ্ধাদের রাষ্ট্রদ্রোহীতা সুস্পষ্ট। বাস্তবে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী না হলেও হযরত আম্মারের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণে যথেষ্ঠ ছিলো। রাসূল স. বলেছেন, তোমার সাথে একটি রাষ্ট্রদ্রোহী দল যুদ্ধ করবে। এছাড়া মুয়াবিয়া হযরত আলীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যও ছিলো না। বরং সে শামের মূর্খদের মাঝে নেতৃত্ব ও সম্পদের আকাংখী ছিলো। এই মূর্খরা সৎকাজকে সৎ ও নিকৃষ্ট কাজকে নিন্দনীয় মনে করতো না। ***মুয়াবিয়া এই শামের অধিবাসীদেরকে এই বলে ধোকা দিয়েছে যে, সে হযরত উসমান রা. এর রক্তের বদলা নিতে চায়। এভাবে তাদের সাথে সে মুনাফেকী করেছে। ফলে শামের অধিবাসীরা তার সামনে তাদের রক্ত ও সম্পদ বিসর্জন দিয়েছে, তার কল্যাণ কামনা করেছে।***

কাজী শাওকানী শুধু হযরত মুয়াবিয়া রা. এর সমালোচনা করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, মুয়াবিয়া রা. এর সহযোগী অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে তার বক্তব্য দেখুন,

وليس العجب من مثل عوام الشام , إنما العجب ممن له بصيرة ودين , كبعض الصحابة المائلين إليه , وبعض فضلاء التابعين , فليت شعري أي أمر اشتبه عليهم في ذلك الأمر , حتى نصروا المبطلين وخذلوا المحقين , وقد سمعوا قول الله تعالى: ((فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)) , وقد سمعوا الأحاديث المتواترة في تحريم عصيان الأئمة ما لم يروا كفراً بواحاً , وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: انها تقتله الفئة الباغية . ولولا عظيم قدر الصحبة ورفيع فضل خير القرون , لقلت : حب الشرف والمال قد فتن سلف هذه الأمة كما فتن خلفها

অর্থ: শামের সাধারণ মানুষের ব্যাপারে এতোটা বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কিন্তু সেসব লোকদের ব্যাপারে বিস্মিত হই, যাদের দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান ছিলো, যারা বিচক্ষণ ছিলেন, যেমন, মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বনকারী কিছু সাহাবী, বিশিষ্ট কিছু তাবেয়ী। হায়, আমি বুঝতে পারি না, কী কারণে তারা এজাতীয় সন্দেহের আবর্তে নিমজ্জিত হলেন; এমনকি তারা *বাতিলের সাহায্য করলেন এবং সত্যকে লাঞ্ছিত করলেন?* অথচ তারা আল্লাহর এই বাণী শুনেছিলো: [অর্থ] যদি তাদের একদল অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে বাড়াবাড়ি করে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। (হুজুরাত-৯)
তারা হযরত আম্মার বিন ইয়াসি রা. এর উদ্দেশ্যে রাসূল স. এর এ উক্তিও শুনেছিলো, [অর্থ:] তোমার সাথে রাষ্ট্রদ্রোহী একটি দল যুদ্ধ করবে। যদি সাহাবীদের উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ তিন যুগের উচ্চ ফজিলত না থাকতো, তাহলে আমি বলতাম: সম্পদ ও পদের লোভ এই উম্মতের পূর্ববর্তীদেরকে যেমন ফেতনায় ফেলেছে, তেমনি পরবর্তীদেরকেও। [শাওকানীর বক্তব্য শেষ হলো]

নিচের স্ক্রিনশট দেখুন,

للخوارج ، فلا ريب في ذلك ، والأحاديث المتواترة قد دلَّتْ على أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة[١] . وأمَّا أهل صفِّين ، فَبَغْيُهُم ظاهر ، لو لم يكن في ذلك إلا قوله ﷺ لِعَمَّار : « تقتلك الفئة الباغية »[٢] ، لكان ذلك مفيدًا للمطلوب ، ثم ليس معاوية مِمَّن يصلح لمعارضة عليٍّ ، ولكنَّه أراد طلب

= ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٤ / ٣٨٢ - وما بعدها) : (... وقتال صفِّين للناس فيه أقوال ؛ فمنهم من يقول : كلاهما كان مجتهدًا مصيبًا . كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ممن يقول : كل مجتهد مصيب ، ويقول : كانا مجتهدين . وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم . وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم ، وتقول الكرامية : كلاهما إمام مصيب ، ويجوز نصب إمامَيْن للحاجة . ومنهم من يقول : المصيب أحدهما لا بعينه . وهذا قول طائفة منهم . ومنهم من يقول : علي هو المصيب وحده ، ومعاوية مجتهد مخطئ . كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة . ومنهم من يقول : كان الصواب أن لا يكون قتال ، وكان ترك القتال خيرًا للطائفتين ، فليس في الاقتتال صواب ، ولكنْ علي كان أقرب إلى الحق من معاوية ، والقتال قتال فتنة ، ليس بواجب ولا مستحبّ ، وكان ترك القتال خيرًا للطائفتين ، مع أن عليًّا كان أولى بالحق . وهذا قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء . وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وهو قول عمران بن الحصين وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال ، ويقول : هو بيع السلاح في الفتنة . وهو قول أسامة ابن زيد ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص ، ولهذا كان من مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة ، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم رضي الله عنهم) .

ويقول ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص ٢٥ : اعلم أن أهل السنة يُمسكون عما شجر بين الصحابة ، ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ، ومنها ما زيد فيه ونقص وغُيِّر عن وجهه ، والصحيح منه هم فيه معذورون ؛ إما مجتهدون مصيبون ، وإما مجتهدون مخطئون .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦ / ٦٥٣٢ ، ٦٥٣٣ ، ٦٥٣٤ ، ٦٥٣٥) وغيره .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٤ / ٢٢٣٦ رقم ٧٣ / ٢٩١٦) من حديث أم سلمة .

الرياسة والدنيا بين قوم أغتام[1] ، لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا ، فخادعهم بأنه طالب بدم عثمان ، فنفق ذلك ٢٨٠ / ٢٨٠ عليهم ، وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم ، ونصحوا له ، حتى كان يقول عليٌّ لأهل العراق : إنه يود أن يصرف العشرة منهم بواحدٍ من أهل الشام صرفَ الدراهم بالدينار . وليس العجب من مثل عوامّ الشام ، إنما العجب ممن له بصيرة ودين ؛ كبعض الصحابة المائلين إليه ، وبعض فضلاء التابعين ، فليت شعري أي أمرٍ اشتبه عليهم في ذلك الأمر ، حتى نصروا المبطلين وخذلوا المحقِّين ، وقد سمعوا قول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴾[2] ، وقد سمعوا الأحاديث المتواترة في تحريم عصيان الأئمة ما لم يروا كفرًا بواحًا ، وسمعوا قول النبي ﷺ لعمار : إنها تقتله الفئة الباغية . ولولا عظيم قدر الصُّحبة ورفيع فضل خير القرون ، لقُلتُ : حبّ الشرف والمال قد فتَنَ سلف هذه الأمة كما فتن خلفها ، اللهم غَفْرًا .

قوله : ونشر المصاحف على الرماح .

أقول : هذا الاستحسان غير حسنٍ ؛ فإن نشر المصحف ليس من سنة رسول الله ﷺ ، ولا من سنة الخلفاء الراشدين ، بل كان أول من أحدثه معاويةُ خديعةً منه ، دلَّه عليها عمرو بن العاص ، كما لا يخفى ذلك على من له اطِّلاع على كتب السير والتاريخ .

○ باب السيرة في أهل البغي ○

أقول : اعلم أن هذا الباب مستفادٌ من اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم ، وأكثر من روي عنه في ذلك عليٌّ كرم الله وجهه ، ولم يثبت في ذلك عن النبي ﷺ شيء ، إلَّا ما ذكره المصنف من حديث ابن مسعود ، وقد أخرجه

(١) أغتام مفردها غتمة ، عُجمة في المنطق ، ورجل أغْتم لا يفصح شيئًا .
(٢) الحجرات آية (٩) .

বিজ্ঞ পাঠক: কাজী শাওকানী সাহাবীদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ রেখে (?) যা বলেছে তাতে এই অবস্থা, যদি তিনি এই মর্যাদার প্রতি লক্ষ না করতেন, তাহলে না জানি কত কী বলতেন? আল্লাহ পাক সাহাবাদের সম্পর্কে এধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ থেকে আমাদেকে হেফাজত করুন।

হযরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে যেসব জঘন্য বক্তব্য কাজী শাওকানী লিখেছে,

১. পদ ও সম্পদের লোভ

২. হযরত উসমান রা. রক্তের বদলা নেয়ার কথা বলে ধোকাবাজি।

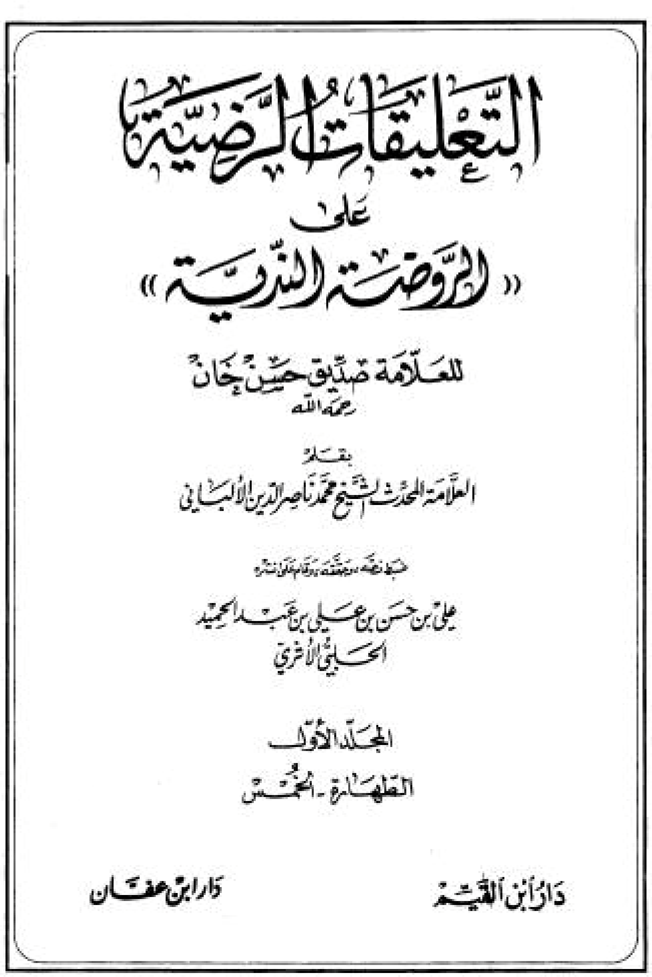
৩. বাতিল।

কাজী শাওকানীর ওবালুল গামাম এর লিংক:

http://www.almeshkat.net/books/archive/books/kmaam3.rar

আহলে হাদীস আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান:

কাজী শাওকানী আদ-দুরারুল বাহিয়্যা নামে একটি কিতাব লেখেন। কাজী শাওকানীর ছাত্র আহলে হাদীসদের বিশিষ্ট আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান এই কিতাবের একটি ব্যাখ্যা লেখেন। সিদ্দিক হাসান খানের এই ব্যাখ্যার নাম হলো, আর-রওজাতুন নাদিয়্যা। কিতাবটি আহলে হাদীসদের সিলেবাসভুক্ত একটি কিতাব। সালাফীদের শেইখ আলবানী দীর্ঘ দিন এই কিতাবের দরস দিয়েছে। শায়খ আলবানী আর-রওজাতুন নাদিয়্যার সংক্ষিপ্ত একটি ব্যাখ্যা লিখেছে।আলবানীর এই ব্যাখ্যার নাম হলো, আত-তা'লিকাতুর রজিয়্যা।



কিতাবটির প্রথম সংস্করণ ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। দারু ইবনিল কাইয়্যিম ও দারু ইফফান নামক দু'টি লাইব্রেরী এটি প্রকাশ করেছে। কিতাবটি তাহকীক করেছে, আলবানী সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্র আলী আল-হালাবী। আমাদের আলোচ্য বিষয় এ কিতাবের তৃতীয় খন্ডের ৫০১ পৃষ্ঠা থেকে পরবর্তী আলোচনায় রয়েছে। নিচের স্ক্রিনশট লক্ষ্য করুন। যারা আরও বিস্তারিত অনুসন্ধানে আগ্রহী, তারা মূল কিতাবটি নিচের লিংক থেকে ডাউনলোড করে নিবেন।

কিতাবের লিংক:

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=336

আর-রওজাতুন নাদিয়্যাতে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানও কাজী শাওকানীর উক্ত বক্তব্য হুবহু উল্লেখ করেছে। নওয়াব সাহেব এসব বক্তব্যের কোন প্রতিবাদ করেননি। বরং এগুলো তিনি যত্নসহকারে তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এই বক্তব্যগুলো মূলত: সিদ্দিক হাসান খানের উস্তাদ কাজী শাওকানীর। মূল কিতাব আদ-দুরারুল বাহিয়্যাতে এই বক্তব্যগুলো ছিলো না। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান তার ব্যাখ্যায় এই বক্তব্যগুলো উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ও হযরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে কাজী শাওকানী ও নওযাব সিদ্দিক হাসান খানের বক্তব্য একই। উস্তাদ ও শাগরেদ একই পথের পথিক। আসলে তারা কোন পথের পথিক ছিলো? শিয়াদের পথের পথিক ছিলো। কাজী শাওকানী নিজে যায়দী শিয়া ছিলো। তার অনুসারী আহলে হাদীস নওয়াব সিদ্দিক হাসানও এর বাইরে যেতে পারেনি।

والمراد بالإجازة على الجريح، والإجهاز، والتذفيف: أن يتمم قتله ويسرع فيه.

[بيان أنه لا قصاص في أيام الفتنة]:

وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القَوَد؛ يدل على أنه لا قصاص في أيام الفتنة، وقد أخرج هذا الأثرَ -عن الزهريّ- البيهقيُّ؛ بلفظ:

هاجت الفتنة الأولى، فَأَدْرَكَتْ ـ يعني: الفتنة ـ رجالاً ذوي عدد من أصحاب النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- ممن شهد معه بدراً، وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة؛ لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل، ولا حَدٌّ في سَبْي امرأة سُبِيت، ولا يُرى عليها حد، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جُلِد الحدَّ، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول». انتهى.

قال في «البحر»: ولا يجوز سبيهم، ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعاً؛ لبقائهم على الملة.

وحكى عن النفس الزكية، والحنفية، والشافعية: أنه لا يغنم منهم شيء.

[بيان حكم من حارب علياً رضي الله عنه]:

أقول: وأما الكلام فيمن حارب عليًا -كرم الله وجهه-؛ فلا شك ولا

شبهة أن الحق بيده في جميع مواطنه.

أما طلحة والزبير ومن معهم؛ فلأنهم قد كانوا بايعوه، فنكثوا بيعته بغياً عليه، وخرجوا في جيوش من المسلمين، فوجب عليه قتالهم.

وأما قتاله للخوارج؛ فلا ريب في ذلك، والأحاديث المتواترة قد دلت على أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.

وأما أهل صِفِّين؛ فبغيهم ظاهر؛ لو لم يكن في ذلك إلا قوله ﷺ لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»، لكان ذلك مفيداً للمطلوب.

ثم ليس معاوية ممن يصلح لمعارضة علي، ولكنه أراد طلب الرياسة والدنيا بين قوم أغتام[1]؛ لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً، فخادعهم بأنه طلب بدم عثمان، فنفق ذلك عليهم، وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم، ونصحوا له؛ حتى كان يقول علي لأهل العراق أنه يود أن يصرف العشرة منهم بواحد من أهل الشام صرف الدراهم بالدينار.

وليس العجب من مثل عوامِّ الشام؛ إنما العجب ممن له بصيرة ودين كبعض الصحابة المائلين إليه، وبعض فضلاء التابعين، فليت شعري؛ أي أمر اشتبه عليهم في ذلك الأمر؛ حتى نصروا المُبْطِلين وخذلوا المُحِقِّين؛ وقد سمعوا قول الله -تعالى-: ﴿فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾، وسمعوا الأحاديث المتواترة في تحريم عصيان

(١) الغُتْمة - بضم الغين المعجمة وإسكان التاء -: عجمة في المنطق، ورجل أغتم: لا يفصح شيئاً. (ش)

উক্ত বক্তব্য উল্লেখের পর শায়খ মুহাম্মাদ আহমাদ শাকের সাহেব নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সম্পর্কে লিখেছে,

و قد غلب علي الشارح ما يغلب علي الأعجام من التشيع

“ব্যাখ্যাকার নওয়াব সিদ্দিক হাসানের মাঝে মূর্খ অনারবীদের মতো শিয়াদের প্রভাব জেকে বসেছে”

নিচের স্ক্রিনশট দেখুন,

الروضة الندية — ٣١- كتاب الجهاد والسير

الأئمة ما لم يروا كفراً بواحاً، وسمعوا قول النبي ﷺ لعمار أنه: «تقتله الفئة الباغية»؟!

ولولا عظيم قدر الصحابة، ورفيع فضل خير القرون؛ لقلت: حب الشرف والمال قد فتن سلف هذه الأمة كما فتن خلفها! اللَّهم غُفْرًا[1] !!

ثم اعلم أنه قد جاء القرآن والسنة بتسمية من قاتل المحقين باغياً كما في الآية المتقدمة، وحديث عمار بن ياسر المتقدم، فالباغي مؤمن يخرج عن طاعة الإمام التي أوجبها الله -تعالى- على عباده، ويقدح عليه في القيام بمصالح المسلمين، ودفع مفاسدهم من غير بصيرة، ولا على وجه المناصحة، فإن انضم إلى ذلك المحاربة له والقيام في وجهه؛ فقد تم البغي، وبلغ إلى غايته، وصار كل فرد من أفراد المسلمين مطالباً بمقاتلته؛ لقوله -سبحانه وتعالى-: ﴿فإن بغت إحداهما﴾ الآية.

وليس القعود عن نصرة الحق من الورع؛ بعد قول الله -عز وجل-: ﴿فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي﴾.

والحاصل: أنه إذا تبين الباغي ولم يلتبس، ولا دخل في الصلح؛ كان

(١) دخل الشارح في مازق لا قبل له به، ولا قوة لديه فيه! فما له وما للصحابة؟! ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه! والحاضر يرى ما لا يرى الغائب! وهذه الفتن قد تنسي الحليم نفسه، والذكي عقله! فلا ندري عذر من كان مع معاوية من الصحابة - رضي الله عنهم -؟!

وقد غلب على الشارح ما يغلب على الأعجام من التشيع المزري بأهل الأنصاف!

وظهور الحجة، وقيام الأدلة على أن الحق بجانب عليٍّ؛ لا يسيغ لنا أن نحكم بالبغي على الصحابة الذين خالفوه، فقد تكون لهم أعذار لا نعلمها!

ومآل الجميع إلى مولاهم؛ يحاسبهم ويقضي بينهم يوم الفصل؛ والله أعلم! (ش)

٥٠٣

এই বক্তব্যগুলো সম্পর্কে আলবানী সাহেবের কোন মন্তব্য আত-তা'লীকাতুর রজিয়্যাতে নেই। এর কারণ আমাদের অজানা।

আল্লাহ পাক আমাদের সাহাবায়ে কেরামের সমালোচক ও সাহাবা-বিদ্বেষীদের থেকে হেফাজত করুন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে সাহাবা বিদ্বেষীদের থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-৪)

হযরত আয়েশা রা. কে মুরতাদ আখ্যা

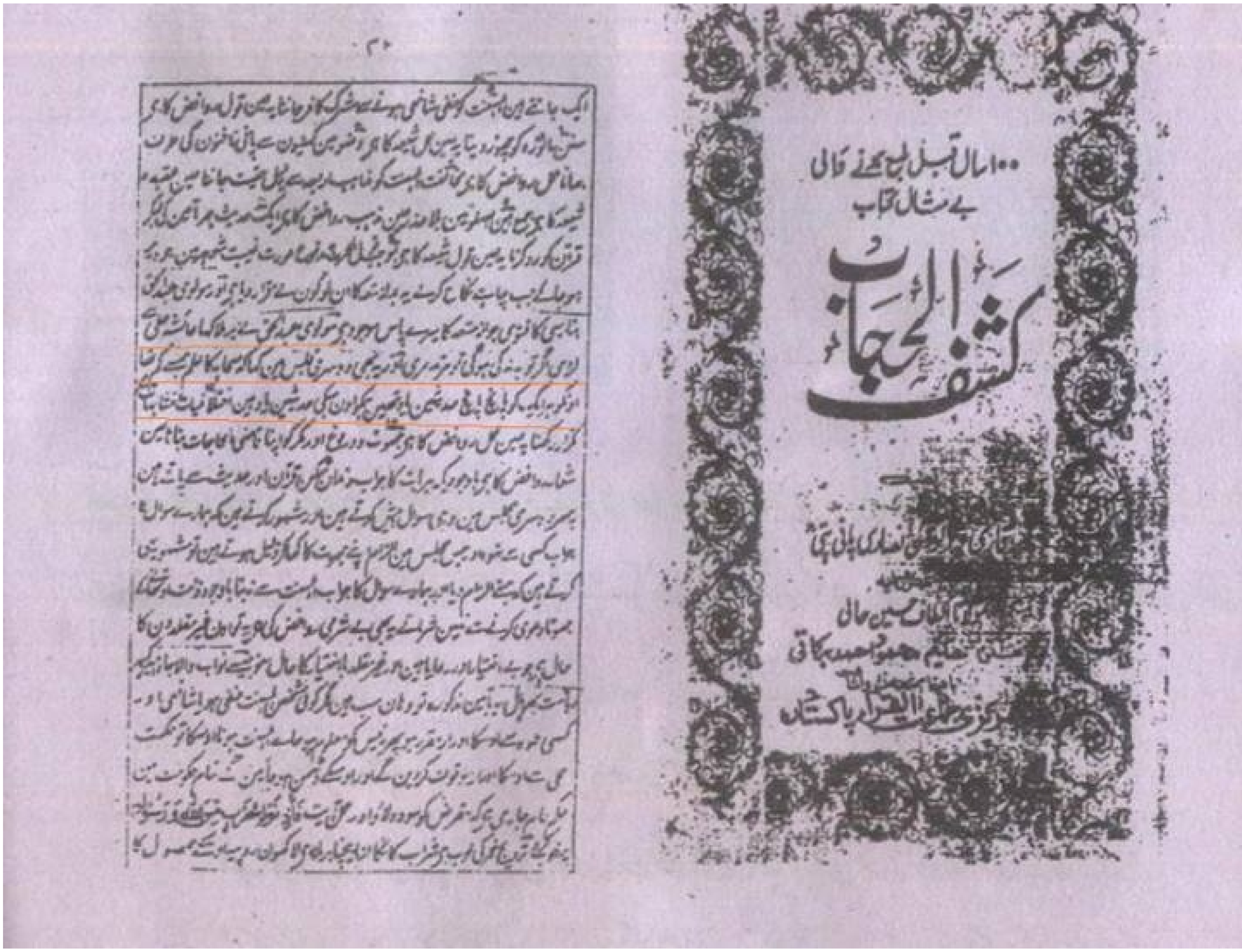
ইংরেজদের সময়ে সৃষ্ট তথাকথিত ভ্রান্ত মতবাদ আহলে হাদীসের পুরোধা হলো মৌলিভি আব্দুল হক বেনাসরী। পথভ্রষ্ট এই লোকটি এতটা সাহাবী বিদ্বেষী ছিলো যে সে হযরত আয়েশা রা. কে মুরতাদ আখ্যায়িত করে। ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদীস ফেতনাটি সাহাবী বিদ্বেষী এই পথভ্রষ্টের হাতে জন্ম লাভ করে। আব্দুল হক বেনারসী মূলত: হিন্দু ছিলো। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ইহুদীর মতো লোক দেখানো ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে থাকে। "মুযাহেরে হক" কিতাবের স্বনামধন্য লেখক মাওলানা কুতুব উদ্দীন তার "তুহফাতুল আরব ওয়াল আযম"গ্রন্থে লিখেন- "সৈয়দ আহমদ শহীদ রহঃ,মাওলানা ইসমাইল শহীদ রহঃ ও মাওলানা আব্দুল হাই রহঃ পাঞ্জাবে আগমন করার পরপরই কতিপয় বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীর সমন্বয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের তাকলীদ অস্বীকারকারী নতুন ফিরকাটির সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। যারা হযরত সায়্যিদ আহমদ শহিদ রহঃ-এর মুজাহিদ বাহিনীর বিদ্রোহী গ্রুপের সদস্য ছিলেন,এদের মুখপাত্র ছিলেন মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী(১২৭৫ হিঃ) তার এই ধরনের অসংখ্য ভ্রান্ত কর্মকান্ডের কারণে সায়্যিদ আহমদ শহিদ রহঃ১২৪৬ হিজরীতে তাকে মুজাহিদ বাহিনী থেকে বহিষ্কার করেন। তখনই গোটা ভারতবর্ষের সকল ধর্মপ্রাণ জনগন, বিশেষ করে শহিদ রহঃ এর খলীফা ও মুরীদগন হারামাইন শরিফাইনের তদানিন্তন উলামায়ে কেরাম ও মুফতিগণের নিকট এ ব্যপ্যারে ফতওয়া তলব করেন।ফলে সেখানখার তৎকালীন চার মাযহাবের সম্মানিত মুফতিগন ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম সর্বসম্মতিক্রমে মৌলবী আব্দুল হক বেনারসী ও তার অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ফিরকা বলে অভিহিত করেন করেন এবং বেনারসীকে কতল(হত্যা)করার নির্দেশ প্রদান করেন।(এ ফতওয়া ১২৫৪ হিজরীতে তাম্বীহুদ্দাল্লীন নামে প্রকাশ করা হয়). বেনারসী পলায়ন করত ঃ কোনভাবে আত্নরক্ষা পান। সেখান থেকে গিয়ে তিনি নবআবিষ্কৃত দলের প্রধান হয়ে সরলমনা জনসাধারণের মধ্যে তার ভ্রান্ত মতবাদ ছড়াতে থাকে।" (তুহফাতুল আরব ওয়াল আজম, পৃঃ১৬, খঃ২; আল-নাজাতুল কামেলা, পৃঃ২১৪; তম্বীহুদ্দাল্লীন, পৃঃ৩১)

আহলে হাদীস আলেম আব্দুর রহমান পানিপত্তি তার কাশফুল হিজাব বইয়ে লিখেছে,

" মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী প্রকাশ্যে বলেছে যে, আয়েশা রা. হযরত আলীর সাথে যুদ্ধ করেছে। তিনি যদি তওবা না করে মারা গিয়ে থাকেন, তাহল তিনি মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্য একটি মজলিশে সে বলেছে যে, আমাদের চেয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইলম কম ছিলো। তাদের এক এক জন চার পাচটা হাদীস জানতেন, আমরা সব হাদীস জানি।"

সূত্র: কাশফুল হিজাব, পৃ.৪২, কারী আব্দুর রহমান পানিপতি।

নিচে প্রমাণ দেখুন:



۱۰۰ سال قبل لکھی جانے والی
بے مثال کتاب
کشف الحجاب

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্ব (৫)

হযরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রতি কাজী শাওকানীর অভিশাপ:

আমরা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-৩) এ হযরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কে আহলে হাদীসদের গুরু কাজী শাওকানীর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে কাজী শাওকানী হযরত মুয়াবিয়া রা. কে বাতিল, ধোকাবাজ, দুনিয়ালোভী ইত্যাদি আখ্যায়িত করেছে নাউযুবিল্লাহ। কাজী শাওকানী শুধু আহলে হাদীসদেরই ইমাম নয়, বরং তথাকথিত সালাফীরাও তাকে নিজেদের ইমাম মনে করে থাকে। কাজী শাওকানীর একটি বিখ্যাত কিতাব হলো নাইলুল আওতার। নাইলুল আওতার কিতাবটি আমাদের দেশেও পাওয়া যায়। এই কিতাবে শাওকানী হযরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রতি লা'নত বা অভিশাপ দিয়েছে।

আহলে হাদীস আলেম নওযাব সিদ্দিক হাসান কাজী শাওকানীর ছাত্র ছিলেন। তিনি নাইলুল আওতার নিজে প্রকাশ করেছিলেন। সিদ্দিক হাসান খানের কপির সাথে তার নিজেরও একটি কিতাব সংযুক্ত ছিলো। সিদ্দিক হাসান খান প্রকাশিত নাইলুল আওতার ডাউনলোড করুন নিচের লিংক থেকে,

http://ia600401.us.archive.org/7/items/nail_awtar_07/nail_awtar_07.pdf

নাইলুল আওতার সপ্তম খন্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় কাজী শাওকানী হযরত মুয়াবিয়া রা. ও ইয়াজীদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছে। ইয়াজীদের প্রতি অভিশাপ দেয়া নিয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগনের মাঝে দু'ধরনের মতামত রয়েছে। তবে হযরত মুয়াবিয়া রা. কে এর প্রতি অভিশাপ দেয়া কতো ভয়ঙ্কর একটু ভেবে দেখুন। নাইলুল আওতার সকল এডিশনে এই অভিশাপের শব্দ রয়েছে। তবে বর্তমানের সালাফীরা যেহেতু কাজী শাওকানীকে তাদের ইমাম বানিয়েছে, এজন্য তারা শাওকানীর এজাতীয় কাজে খুবই বিব্রত বোধ করে থাকে। ফলে বর্তমানে কিছু সালাফী নাইলুল আওতার ছাপিয়েছে। এসব নাইলুল আওতারে অভিশাপের এই শব্দটি সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছে। নিজেদের মতের বিরোধী হওয়ার কারণে এধরনের বিকৃতি সালাফী-আহলে হাদীসদের জন্য নতুন বিষয় নয়। তারা বিখ্যাত অনেক কিতাবে এই ধরনের বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। ড. সুবহি হাল্লাক ও তারিক ইউয়াজুল্লাহ নামে দুই সালাফী নাইলুল আওতার তাকহকীক করেছে। আশ্চর্যের বিষয হলো, তারা দুজনই এই বিষয়টা নাইলুল আওতার থেকে উঠিয়ে দিয়েছে। এটা কেন মুছে দিলো, তার কোন কারণও লেখেনি। একজন সাধারণ পাঠক ঘুনাক্ষরেও বুঝবে না যে, কাজী শাওকানী হযরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রতি অভিশাপ দিয়েছে। এভাবে বিকৃতির আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন কিতাব বিকৃতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

যাদের কাছে নাইলুল আওতারের পুরাতন সংস্করণগুলো রয়েছে, তারা অভিশাপের বিষয়টি যাচাই করে নিবেন। নাইলুল আওতারের ৩২০১ নং হাদীসের অধীনে তিনি লা'নত করেছেন। অধ্যায়ের শিরোনাম হলো,
بَابُ الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ وَالْكَفِّ عَنْ إقَامَةِ السَّيْفِ

কাজী শাওকানী এখানে লিখেছে,
وَلَقَدْ أَفْرَطَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْكَرَّامِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي الْجُمُودِ عَلَى أَحَادِيثِ الْبَابِ حَتَّى حَكَمُوا بِأَنَّ الْحُسَيْنَ السِّبْطَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَرْضَاهُ بَاغٍ عَلَى الْخِمِّيرِ السِّكِّيرِ الْهَاتِكِ لِحُرُمِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ***لَعَنَهُمْ اللَّهُ***، فَيَالَلَّهِ الْعَجَبُ مِنْ مَقَالَاتٍ تَقْشَعِرُّ مِنْهَا الْجُلُودُ .

অর্থ: কিছু কিছু আলেম যেমন কাররামিয়া ও তাদের সহমতের কিছু গোড়া আলেম আলোচ্য হাদীসের উপর ভিত্তি করে বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি তারা বলেছে, হযরত হুসাইন রা. মদ্যপ, মাতাল, শরীয়তের পবিত্র বিধি-বিধান***লঙ্ঘনকারী ইয়াজীদ ইবনে মুয়াবিয়া [তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ]*** এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কী আশ্চর্য, তাদের কথায় গা শিউরে উঠে।

মাকতাবাতুশ শামেলা থেকে প্রকাশিত নাইলুল আওতার দেখুন।
http://shamela.ws/browse.php/book-9242/page-2551#page-2570

সৌদি মন্ত্রনালয় নিয়ন্ত্রিত আল-ইসলাম সাইটেও নাইলুল আওতার প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে অভিশাপের শব্দটি রয়েছে।
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid=695&BookID=513&PID=2406&SubjectID=25448

ইসলাম ওয়েব প্রকাশিত নাইলুল আওতারেও অভিশাপের শব্দটি রয়েছে,
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=47&ID=963&idfrom=2275&idto=2374&bookid=47&startno=36

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান প্রকাশিত নাইলুল আওতারের স্ক্রিনশট:

التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور فانهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله فيا لله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود

(باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة)

(عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد الساحر ضربه بالسيف

رواه الترمذي والدارقطني وضعف الترمذي اسناده وقال الصحيح عن جندب موقوف

وعن بجالة بن عبدة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الاحنف بن قيس فاتى كتاب عمر قبل موته بشهر ان اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من

(منيع) قوي ذو منعة (في رهطه) قومه (مثل أبي زمعة) جد عبد الله بن زمعة المذكور في عزته ومنعته في قومه ومات كافرا بمكة (وذكر) عليه السلام في خطبته (النساء) أي ما يتعلق بهن استطرادا فذكر ما يقع من أزواجهن (فقال يعمد) بكسر الميم أي يقصد (أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه) أي يجامعها (ثم وعظهم) عليه السلام (في ضحكهم من الضرطة وقال لم يضحك أحدكم مما يفعل) وكانوا في الجاهلية اذا وقع ذلك من أحد منهم في مجلس يضحكون فنهاهم عن ذلك (وفي رواية مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام) أي عمه

المجوس


متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من
خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم
وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم ولقد أفرط
بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا
بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعة
المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله فيالله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع
من سماعها كل جلمود

(باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة)

নাইলুল আওতার, খ.৭, পৃ.৮৪।
লিংক: http://ia600401.us.archive.org/7/items/nail_awtar_07/nail_awtar_07.pdf

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্ব(৬)

কিছু সাহাবীর ক্ষেত্রে রাযিয়াল্লাহু আনহু না বলা:

ইংরেজদের সময়ে সৃষ্ট আহলে হাদীসদের অন্যতম আলেম হলেন ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী। তিনি ইন্ডিয়ার আহলে হাদীসদের মাঝে বেশ বিখ্যাত। আহলে হাদীসদের মাঝে তার অনুবাদকৃত সিহাহ সিত্তাহ ব্যাপক প্রচলিত। ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী আহলে হাদীসদের মাঝে স্বীকৃত একজন আলেম ছিলেন। আহলে হাদীস আলেমদের জীবনীর উপর লেখা চালিস উলামায়ে আহলে হাদীস (চল্লিশজন আহলে হাদীস আলেম) কিতাবে তার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। জনাব ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদীর লেখা একটি কিতাব হলো, কানযুল হাকাইক মিন ফিকহি খাইরিল খালাইক ((সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর ফিকহের রহস্য ভান্ডার)।

কিতাবের নামকরণে মারাত্মক ধোকাবাজী:

যখন তাদের কিতাবের নামকরণ করে, হাদইয়াতুল মাহদী (হেদায়াতপ্রাপ্ত রাসূল (সঃ) এর হাদিয়া) তখন স্বাভাবিক একজন মানুষের বিবেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি কোন ফকীহের রচিত ফেকাহ নয়, বরং এটি সরাসরি রাসূল (সঃ) এর ফিকহ, রাসূল (সঃ) এর হাদিয়া। নিজের জ্ঞান ও বুঝকে রাসূল (সঃ) এর নামে চালিয়ে এধরণের জালিয়াতি, গোস্তাখী অন্য কেউ করেছে কি না আমাদের জানা নেই। ফেতনাবাজ এ আহলে হাদীস শ্রেণী শুরু থেকেই সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার পায়তারা করেছে। তারা যখন নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে, তখন পৃথিবীতে এধরণের ঘৃণিত মিথ্যা আর হয় না, কেননা যে ব্যক্তি আহলে হাদীস কাকে বলে, এটিও জানে না, সে দাবী করে যে সে আহলে হাদীস। প্রতিটা পদক্ষেপে ধোঁকা দিয়ে মানুষকে কোথাও শিয়াদের আক্বিদা-বিশ্বাস, কোথাও গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মালউনের চিন্তা-চেতনা এবং কোথাও মুজাস সিমা-মুশাব্বিহাদের আক্বিদা বিশ্বাসকে রাসূল (সঃ) এর আক্বিদা, রাসূল (সঃ) এর ফিকহের নামে সাধারণ মানুষকে ধোঁকায় নিপতিত করছে। আহলে হাদীসদের ফিকহের কিতাবের নামের দিকে দৃষ্টিপাত করলে রাসূল (সঃ) এর প্রতি আহলে হাদীসদের মিথ্যাচার আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। উদাহরণ স্বরূপ, তারা উর্দু ভাষায় "ফিকহে মুহাম্মাদিয়া" নামক কিতাব রচনা করেছে। এটি মূলতঃ যায়দী শিয়া কাযী শাওকানীর "আদ-দুরারুল বাহিয়্যা" এর উর্দু অনুবাদ। সম্পূর্ণ কিতাবের অনুবাদ করা হয়েছে। একটি মাসআলাও এদিক সেদিক হয়নি। এর থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, তথাকথিত আহলে হাদীসদের নিকট হানাফীদের ফিকহ ভুল অথচ যায়দী শিয়াদের ফিকহ বিশুদ্ধ। এ কিতাবেরই আরবী ব্যাখ্যা লিখেছেন বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান। তার কিতাবের নাম, আর-রওজাতুন নাদিয়্যা শরহু দুরারিল বাহিয়্যা। এরা হানাফী ফিকহ ছেড়ে মানুষকে এই বলে ধোঁকা দিয়েছে যে, আমরা মক্কা-মদিনার ফিকহ উপহার দিব, অথচ দিয়েছে ইয়ামানের শিয়াদের ফিকহ। এরপর আহলে হাদীস আলেম ওহীদুজ্জামান খান আরবীতে একটি ফিকহের কিতাব লিখেছেন, নুযুলুল আবরার মিন ফিকহিন নাবিয়্যিল মুখতার (নির্বাচিত নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর ফিকহ থেকে নেককার বুযুর্গদের মেহমানদারি)। এর দ্বারা তিনি মানুষকে ধোঁকা দিয়েছেন যে, আমাদের ফিকহ অন্য কোন ব্যক্তির ফিকহ নয়, সরাসরি রাসূল (সঃ) এর ফিকহ। কেমন যেন, তিনি এও বোঝাতে চেয়েছেন যে, ফিকহে হানাফীতে ইমাম আবু হানীফার ফিকহ, রাসূলের ফিকহ নয়, ফিকহে শাফেয়ীতে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর ফিকহ আর তাদের ফিকহ নিরেট নবীজী (সঃ) এর ফিকহ। আহলে হাদীস আলেম নওয়াব নুরুল হাসান খান ফিকহের কিতাব লিখেছেন, যার নাম দিয়েছেন, আরফুল জাদী মিন জিনানি হাদয়িল হাদী। নওয়াব ওহীদুজ্জামান খান লিখেছেন, কানযুল হাকায়েক মিন ফিকহি খাইরিল খালায়েক (সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর ফিকহের রহস্য ভান্ডার)।

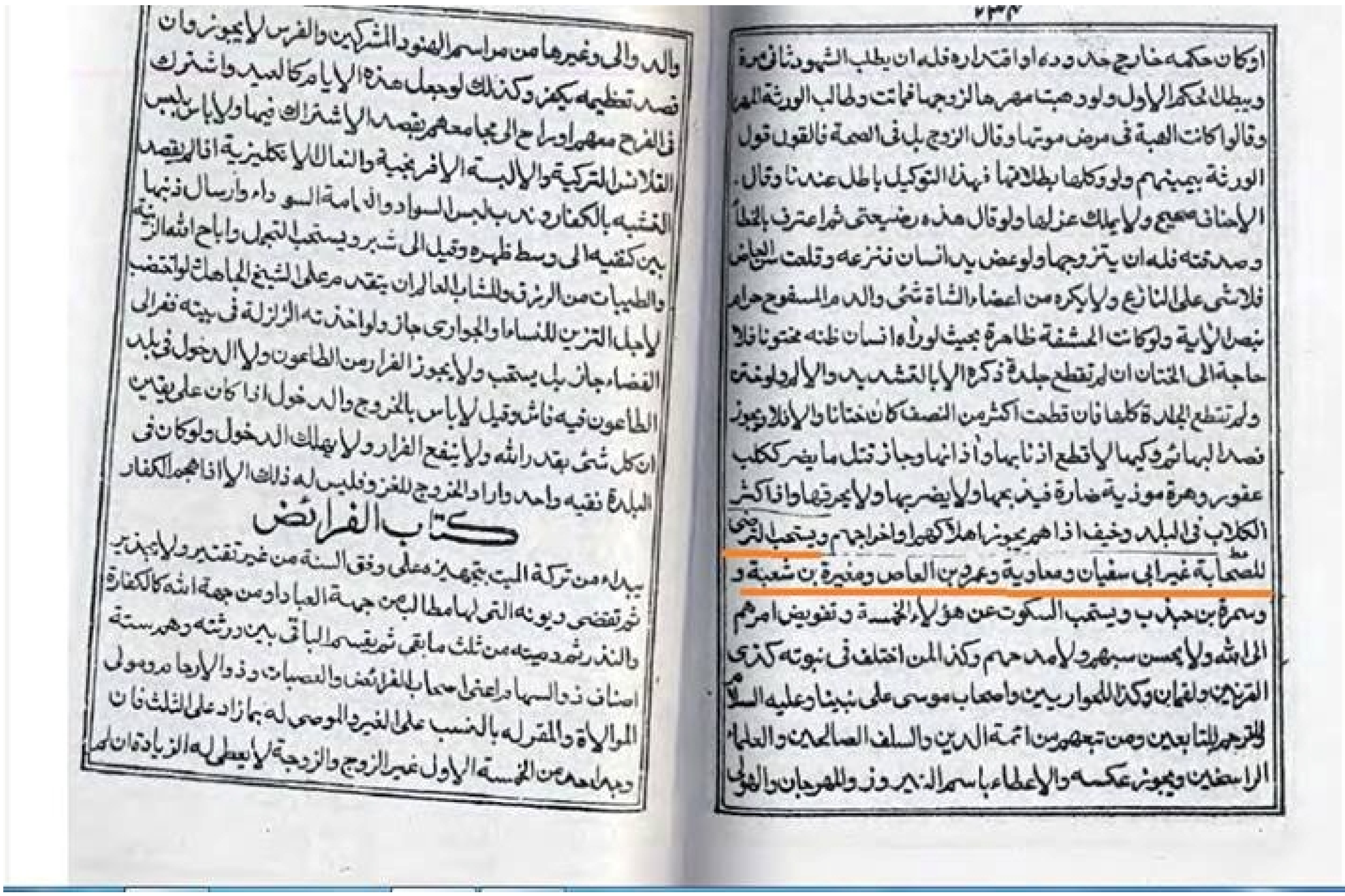
এভাবে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত শরিয়তবিরোধী মাসআলাগুলোকেও তারা রাসূল স. এর বুঝ হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। এধরনের চটকদার নামকরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ধোকায় ফেলেছে। আসুন এবার দেখি, ওহিদুজ্জামান খান সাহেব কানজুল হাকায়েকে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কী লিখেছেন।

ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী লিখেছে,

ويستحب الترضى للصحابه غير ابى سفيان ومعاوية وعمروبن العاص ومغيرة بن شعبة و سمرة بن جندب۔

"অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম রা. সম্পর্কে রাযিয়াল্লাহু আনহু বলা মুস্তাহাব। তবে আবু সুফিয়ান, মুয়াবিয়া, আমর ইবনে আস, মুগীরা ইবনে শু'বা, সামুরা ইবনে জুনদুব এর নামের শেষে রাযিয়াল্লাহু আনহু বলা মুস্তাহাব নয়। "

নীচের স্ক্রিনশট দেখুন,


الكلاب فى البلد وخيف اذا هم يجوز اهلاكهما واخراجهم ويستحب الترضى للصحابة غير ابى سفيان ومعاوية وعمرو بن العاص ومغيرة بن شعبة و سمرة بن جندب

সাহাবায়ে কেরাম রা. সম্পর্কে এধরনের আকিদা মূলত: শিয়াদের উদ্ভাবিত আকিদা। কোন মুহাদ্দিস বা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কোন আলেমের আকিদা এটি নয়। কানযুল হাকাইকের এ বক্তব্যটি রয়েছে ২৩৪ পৃষ্ঠায়। এই সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩২ হি: সনে শাওকাতুল ইসলাম বেঙ্গলোর থেকে।

বিজ্ঞ পাঠক, ওহিদুজ্জামান সাহেব তার কিতাবের নাম দিয়েছে, কানযুল হাকাইক মিন ফিকহি খাইরিল খালাইক ((সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর ফিকহের রহস্য ভান্ডার)। এটা কি রাসূল স. এর বুঝ ও

ফিকহ? নাউযুবিল্লাহ। রাসূল স. এর ফিকহের নামে কীভাবে শিয়াদের আকিদা প্রচার করা হয়েছে লক্ষ করুন। অথচ এগুলোকে সাধারণ মানুষের সামনে রাসূল স. এর বুঝ বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।



فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

الحمد لله تعالى على ان وفق
عبده لجمع سفر كريم يحتوي على ابواب فقهية
مستنبطا من احد اصحاح نبوية على صاحبها
الف الف صلوة وتحية مما لابد منها لطالب النجاة التي
سبيل الاتباع الى جنة الله رب البرية وكثيرا ما تمس اليها الحوائج البشرية
من ابواب اولى العلم وغيرها من المسائل الضرورية سماه

كنز الحقائق من فقه خير الخلائق

١٣٣٢

من كرم الله تعالى بشرف العلم الوافر والفقه المتكاثر ونفع بترجمة
الكتب الحديثية المتداولة المعروفة التي يتدارسها من كل خلف عدول
كل باد وحاضر وعظم بالتاب فخيمة وفضل باهر مولانا العلامة
اعني وحيد الزمان الملقب بالنواب وقار نواز جنگ
بهادر سلمه ربه واطال بقاءه وكثر وقاره وهداه
ونفع بعلومه الدينية وافاضاته السنية
ونصره من فضل المتكاثر امين

الطبعة الثانية في مطبع شوكت الاسلام

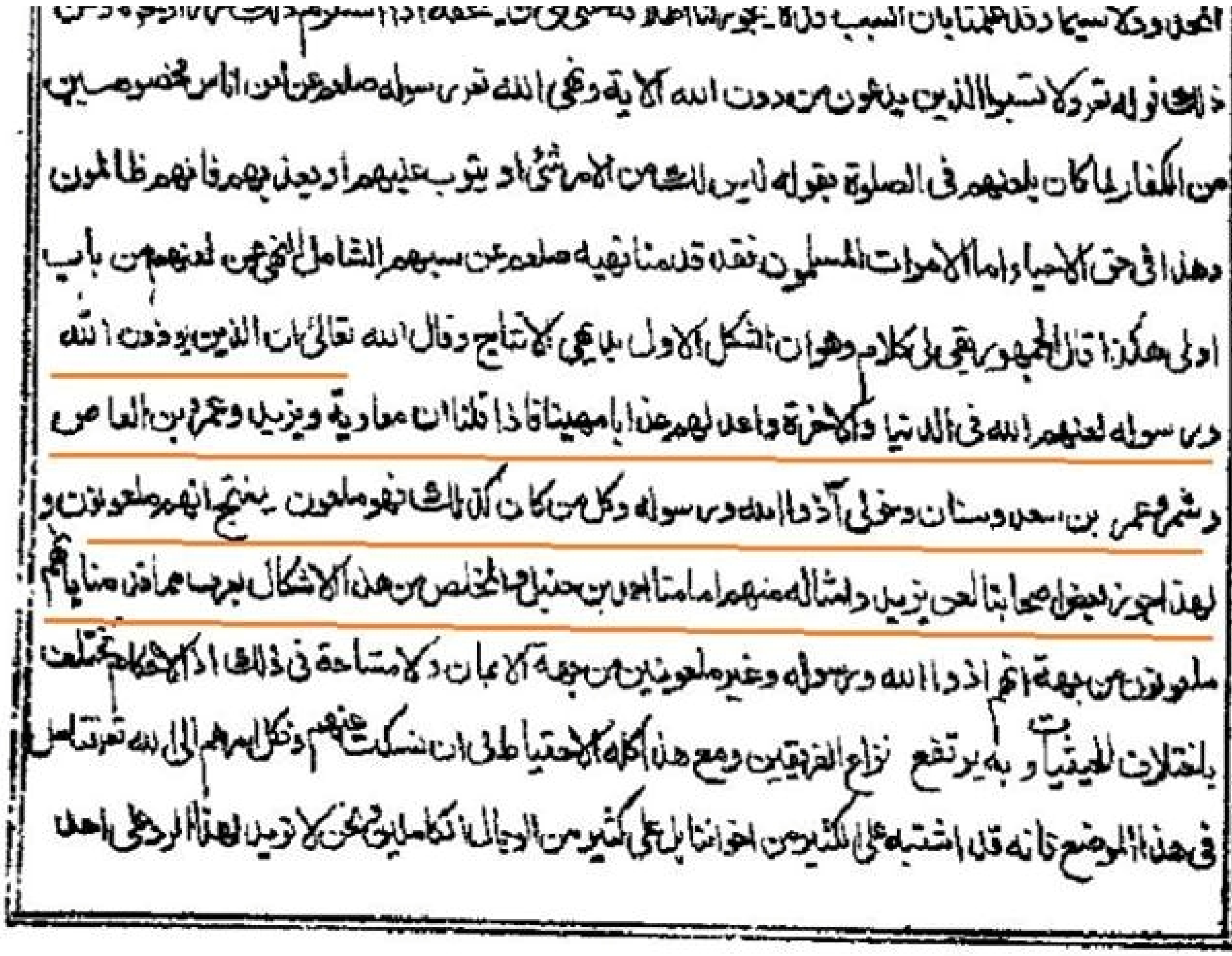
সম্পূর্ণ কিতাবটি নিচের লিংকে পাবেন।

http://www.scribd.com/doc/223244353/Kanzul-Haqaiq-Min-Fiqa-Khair-Ul-Khalaiq-by-Nawab-Siddique-Hasssan-Khan-Phopali

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-৭)

হযরত মুয়াবিয়া রা. আমর ইবনে আস রা. এর প্রতি অভিশাপ:

ভারত উপমহাদেশের আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম হলেন ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কিতাব লিখেছেন। ওহিদুজ্জামান সাহেব এর একটি বিখ্যাত কিতাব হলো, আল-ফিকহুল মুহাম্মাদী (রাসূল স. এর ফিকাহ বা বুঝ)। এই কিতাবের পন্চম খন্ডের নাম দিয়েছেন, আল-মাশরাবুল ওয়ারদি মিনাল ফিকহিল মুহাম্মাদী। এই কিতাবের ২৫১ পৃষ্ঠায় ওহিদুজ্জামান সাহেব লিখেছেন,


الحق ولا سيما وقد علمنا بان السب ...
ذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية ونهى الله تعالى رسوله صلعم عن لعن اناس مخصوصين
من الكفار لما كان يلعنهم في الصلوة بقوله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون
وهذا في حق الاحياء واما الاموات المسلمون فقد قدمنا نهيه صلعم عن سبهم الشامل النهي عن لعنهم من باب
اولى هكذا قال الجمهور وبقي في كلام وهو ان الشكل الاول بديهي الانتاج وقال الله تعالى ان الذين يؤذون الله
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا فاذا قلنا ان معاوية ويزيد وعمرو بن العاص
وشمر وعمر بن سعد وسنان وخولي آذوا الله ورسوله وكل من كان كذلك فهو ملعون ينتج انهم ملعونون و
لهذا جوز بعض اصحابنا لعن يزيد وامثاله منهم امامنا احمد بن حنبل والمخلص من هذا الاشكال بان يقال انهم
ملعونون من جهة انهم آذوا الله ورسوله وغير ملعونين من جهة الايمان ولا مشاحة في ذلك اذ الاحكام تختلف
باختلاف الحيثيات وبه يرتفع نزاع الفريقين ومع هذا كله الاحتياط في ان نسكت عنهم ونكل امرهم الى الله تعالى لعل
في هذا الموضع فانه قد اشتبه على كثير من اخواننا بل على كثير من الرجال الكاملين ونحن لا نريد بهذا الرد على احد

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন [অনুবাদ] যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নত বা অভিশাপ দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাদের জন্য জন্য লানছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

"আমরা বলবো, নিশ্চয় মুয়াবিয়া, ইয়াজীদ, আমর ইবনে আস, শিমার, উমর ইবনে সায়াদ, সিনান, খাওলা, আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। আর যারা আল্লাহ ও তার রাসুল স. কে কষ্ট দিযেছে তারা অভিশপ্ত। ফলে উল্লেখিত ব্যক্তিরাও অভিশপ্ত হবে। একারণে আমাদের আহলে হাদীসদের কিছু কিছু আলেম ইয়াজীদ ও তার সমগোত্রীয়দের প্রতি অভিশাপ দেয়াকে বৈধ বলেছেন। "

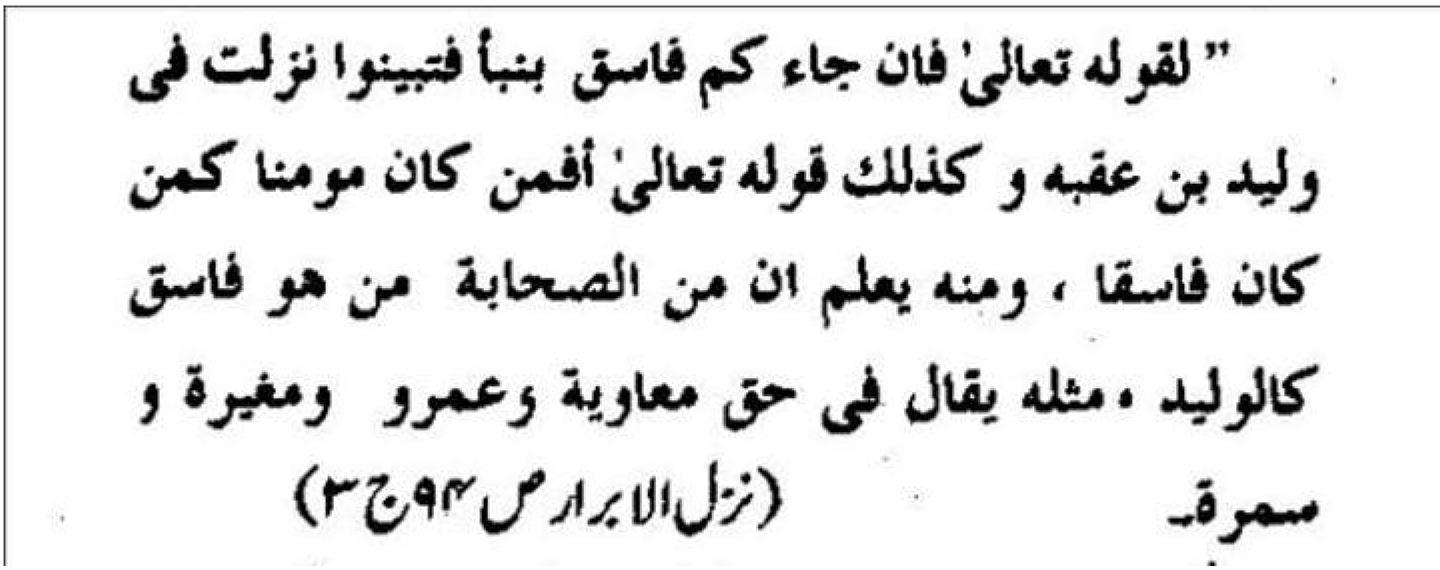
من المومنين وهذا قد يوهم التعارض ونحن نقول لا تعارض عند عدم التعيين لانا اذا لعنا بلا تعيين فانما
نلعن في الحقيقة من علم الله استحقاقه اللعنة من هؤلاء وذلك لعدم علمنا بمن استمر قائما به اثر المعصية ولما
من لعن المعين فانه مع ابتلاء عدم ارتكابه لما لم يأمره الله بخصوصه بل بما الخ يتقيضه من الاستغفار بما
يقع لعنه على من قد عفا الله عنه ومن لا يستحقها لاي سبب كان مما قدمناه فلذلك كان احرى للمسلم للمعين غير المحتوم
بل لعن الكافر المعين ايضا بعين الاحتياط اذ ربما يوفقه الله سبحانه للايمان ونرى انه لا يجوز فساد ا
ضممنا الى الامر بالاستغفار لعموم المذنبين الامر بصلوة الجنازة ونحوها على الشخص المعين حتى المذنب ...
فلا شك انه لا تبقى شبهة في جواز الاستغفار للعصاة المعينين وان من امرنا بالاستغفار له لا يجوز
لنا لعنه لا سيما وقد ثبت ان شفاعته صلعم يوم القيامة لاهل الكبائر من امته وبه يظهر الفرق بين لعن
المعين ولعن غير المعين فنحن نلعن كما لعن الله وكما لعن رسوله صلعم والله اعلم بمن يستحق اللعن ومن لا يستحقه
من اولئك الاشخاص اما نحن فلا نعلم فلا نخص شخصا لذلك وانما نحن مامورون بالاستغفار للمعين ومع ذلك
نحن نعلم ان في ضمن ذلك العموم اشخاصا يستحقون اللعنة باحد موجباتها ولكنا نكل تعيينهم الى من هو اعرف
مما قدمناه وحيث كان المسلم المؤمن هو الوقاف عند حدود ما شرع الله ورسوله صلعم فانا نقف عند هذا الحد
المحدود ولا سيما وقد علمنا بان السب قد لا يجوز لنا اطلاقه حتى على من يستحقه اذا استلزم ذلك ضررا او عدوانا ومن
ذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الاية ونهى الله ورسوله صلعم عن لعن اناس مخصوصين
من الكفار لما كان يلعنهم في الصلوة بقوله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون
وهذا في حق الاحياء واما الاموات المسلمون فقد قدمنا نهيه صلعم عن سبهم الشامل لعنهم من باب
اولى هكذا قال الجمهور ويبقى بعد كلام وهو ان الشكل الاول بديهي الانتاج وقال الله تعالى ان الذين يؤذون الله
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعد لهم عذابا مهينا فاذا قلنا ان معاوية ويزيد وعمرو بن العاص
وشمر وعمر بن سعد وسنان وخولى آذوا الله ورسوله وكل من كان كذلك فهو ملعون ينتج انهم ملعونون و
بهذا يجوز بعض اصحابنا لعن يزيد وامثاله ومنهم امامنا احمد بن حنبل والمخلص من هذا الاشكال يعرف مما قدمنا بانهم
ملعونون من جهة انهم اذوا الله ورسوله وغير ملعونين من جهة الايمان ولا مشاحة في ذلك اذ الاحكام تختلف
باختلاف الحيثيات وبه يرتفع نزاع الفريقين ومع هذا كله فالاحتياط في ان نسكت عنهم ونكل امرهم الى الله ثم تتامل
في هذا الموضع فانه قد اشتبه على كثير من اخواننا بل على كثير من الرجال كما لا يخفى نحن لا نزيد لهذا الرد على احد

নিচের লিংকে মূল কিতাব রয়েছে। যাচাই করে নিন।

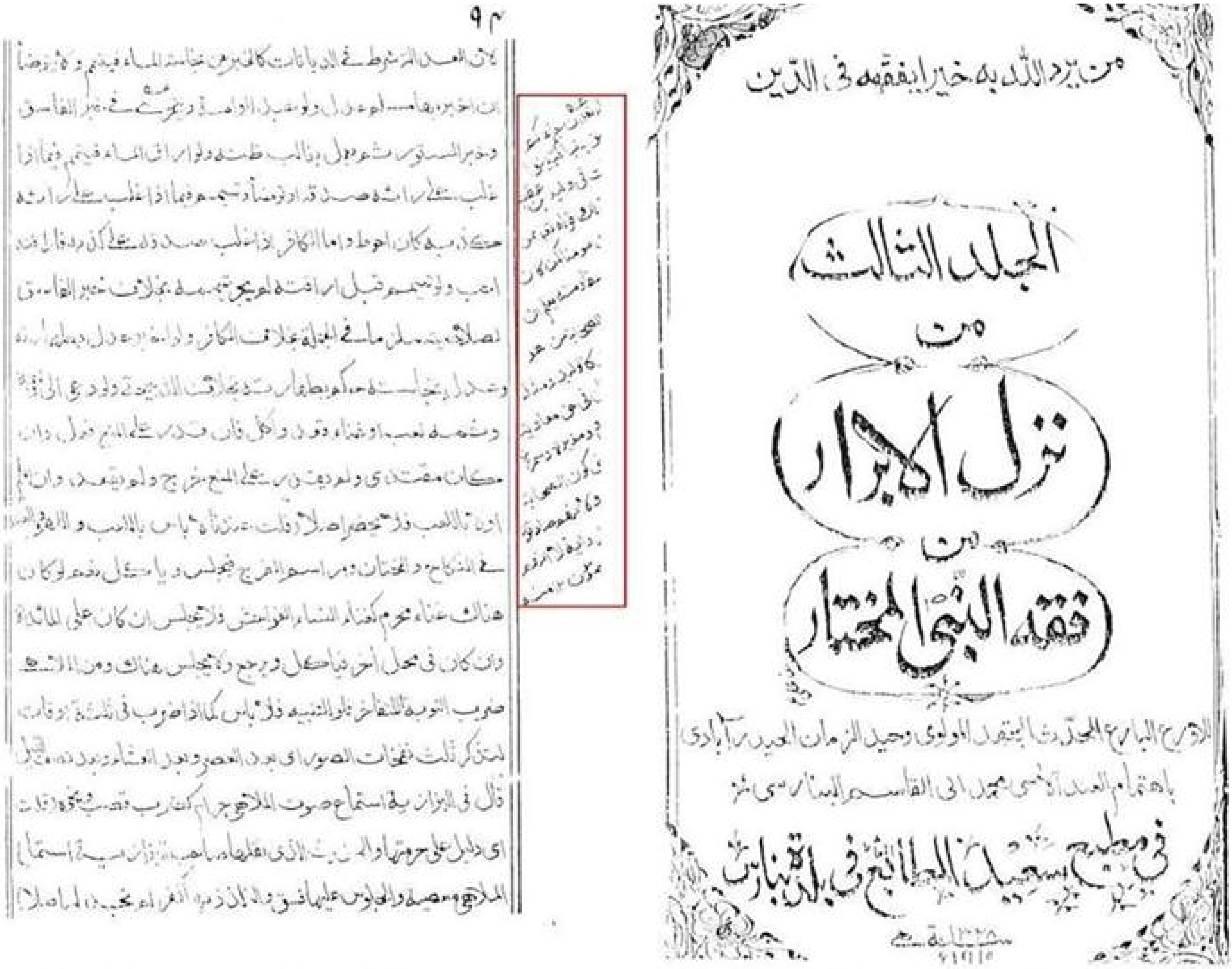
http://www.scribd.com/doc/118377784/%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A

কিছু কিছু সাহাবী ফাসিক ছিলো:

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে রাসূল স. এর সমস্ত সাহাবী আদেল বা ন্যায়-পরায়ণ। তাদের কেউ ফাসিক নয়। শরীয়তে ফাসিকের কোন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ হাদীস শাস্ত্রে প্রত্যেক সাহাবীর হাদীসই গ্রহণযোগ্য। কারণ আমাদের নিকট সমস্ত সাহাবী ন্যায়-পরায়ণ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ আহলে হাদীস আলেম ওহিদুজ্জামান তার নুজুলুল আবরার কিতাবে লিখেছে,


" لقوله تعالىٰ فان جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا نزلت فى
وليد بن عقبه و كذلك قوله تعالىٰ أفمن كان مومنا كمن
كان فاسقا ، ومنه يعلم ان من الصحابة من هو فاسق
كالوليد ،مثله يقال فى حق معاوية وعمرو ومغيرة و
سمرة۔ (نزل الابرار ص ۹۴ ج ۳)

অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের আয়াত, " যদি তোমাদের নিকট কোন ফাসিক কোন সংবাদ আনে, তাহলে তোমরা তা অনুসন্ধান করো। আযাতটি ওলীদ ইবনে উকরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একইভাবে আল্লাহর বাণী, যে মু'মিন সে কখনও ফাসিকের মতো হতে পারে না। এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কিছু সাহাবী ফাসিক ছিলেন। যেমন ওলীদ। একইভাবে হযরত মুয়াবিয়া, আমর ইবনে আস, মুগিরা ইবনে শু'বা ও সামুরা ইবনে জুন্দুব ফাসিক ছিলেন। নুজুলুল আবরার, খ.৩, পৃ.৯৪


من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

الجلد الثالث
من
نزل الابرار
من
فقه النبي المختار

للشيخ البارع المحدث ... المولوي وحيد الزمان ...

في مطبع سعيد المطابع في بلدة بنارس

যারা আমাদের দেয়া তথ্য যাচাই করতে আগ্রহী তারা নিচের লিংক থেকে নুজুলু আবরার দেখুন,
http://www.scribd.com/doc/118376172/%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%AF-03

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-৮)

সাহাবীদের পরবর্তী মুসলমান সাহাবীদের থেকে উত্তম:

আহলে হাদীসদের একটি বিশ্বাস হলো, সাহাবীদের পরবর্তী মুসলমানরা রাসূল স. এর সাহাবীদের থেকে উত্তম হতে পারে। সাহাবীদের যুগের পরে এমন অনেক লোক এসেছে যারা রাসূল স. এর সাহাবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলো।

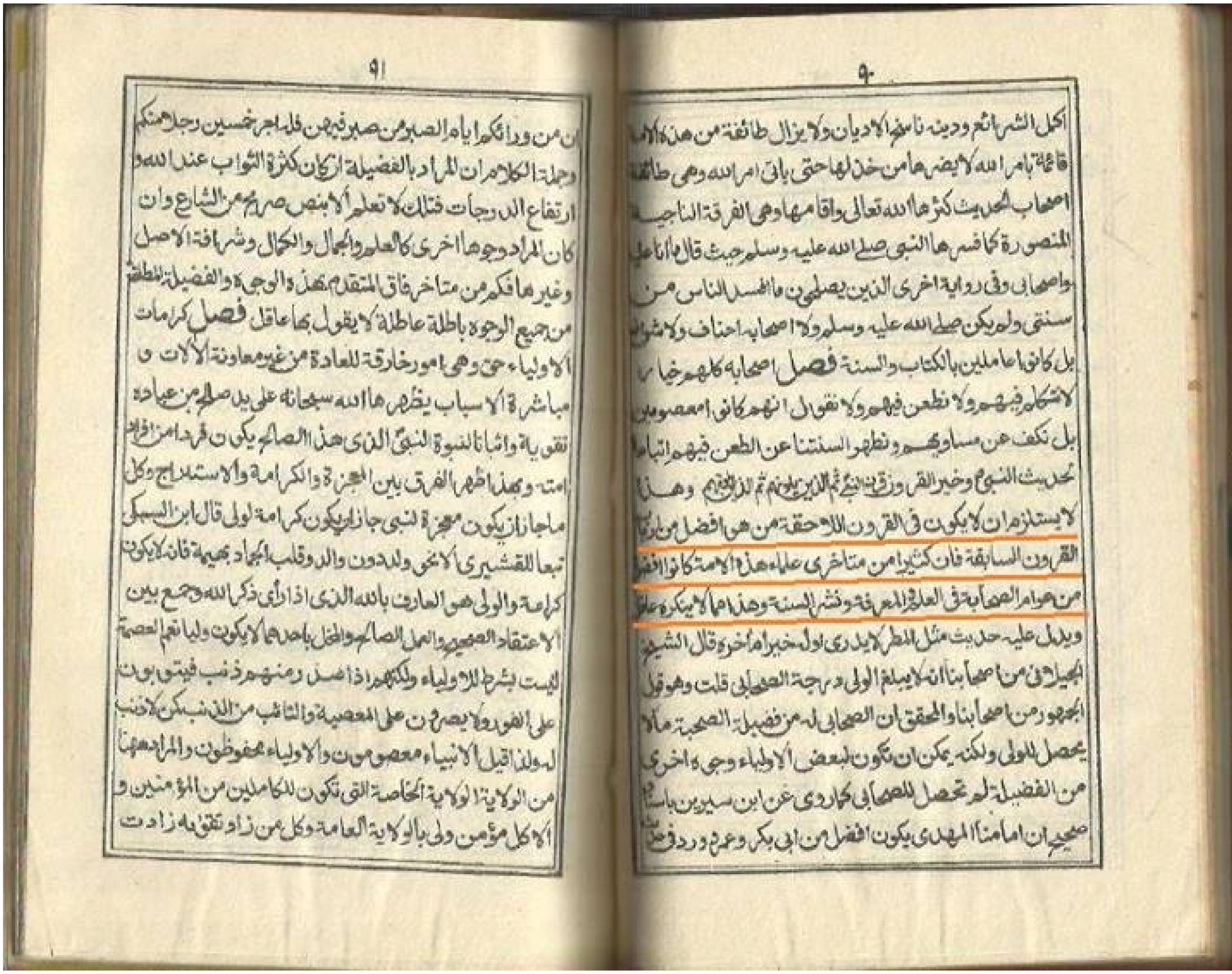
আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী লিখেছে,

وهذا لا يستلزم ان لا يكون فى القرون اللاحقة من
هو افضل من ارباب القرون السابقة ،فان كثيراً من
متاخرى علماء هذه الأمة كانوا افضل من عوام الصحابة
فى العلم والمعرفة ونشر السنة وهذا مما لا ينكره عاقل
(ص ٩٠)

অর্থাৎ পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের চেয়ে উত্তম হবে না, এ আলোচনা দ্বারা তা আবশ্যক হয় না। কেননা পরবর্তী অনেক আলেম আলেম ইলম, জ্ঞান ও সুন্নতের প্রচারে সাধারণ সাহাবীদের থেকে উত্তম ছিলো। বিষয়টি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করবে না।

সূত্র: হাদইয়াতুল মাহদী, পৃ.৯০।

স্ক্রিনশট দেখুন,



٧٠

اكمل الشرائع ودينه ناسخ الاديان ولا يزال طائفة من هذه الامة
قائمة بامر الله لا يضرها من خذلها حتى يأتي امر الله وهي طائفة
اصحاب الحديث كثرها الله تعالى واقامها وهي الفرقة الناجية
المنصورة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما انا عليه
واصحابي وفي رواية اخرى الذين يصلحون ما افسد الناس من
سنتي ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه احناف ولا شوافع
بل كانوا عاملين بالكتاب والسنة **فصل** اصحابه كلهم خيار
لا نتكلم فيهم ولا نطعن فيهم ولا نقول انهم كانوا معصومين
بل نكف عن مساويهم ونطهر السنتنا عن الطعن فيهم اتباعا
لحديث النبوي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا
لا يستلزم ان لا يكون في القرون اللاحقة من هو افضل من اهل
القرون السابقة فان كثيرا من متاخري علماء هذه الامة كانوا افضل
من عوام الصحابة في العلم والمعرفة ونشر السنة وهذا مما لا ينكره عاقل
ويدل عليه حديث مثل المطر لا يدرى اوله خير ام اخره وقال الشيخ
الجيلاني من اصحابنا انه لا يبلغ الولي درجة الصحابي قلت وهو قول
الجمهور من اصحابنا والمحقق ان الصحابي له من فضيلة الصحبة ما لا
يحصل للولي ولكنه يمكن ان تكون لبعض الاولياء وجوه اخرى
من الفضيلة لم تحصل للصحابي كما روى عن ابن سيرين باسناد
صحيح ان امامنا المهدي يكون افضل من ابي بكر وعمر ورد...

٧١

ن من وراءكم ايام الصبر من صبر فيهن فله اجر خمسين رجلا منكم
وجملة الكلام ان المراد بالفضيلة ان كان كثرة الثواب عند الله
وارتفاع الدرجات فتلك لا تعلم الا بنص صريح من الشارع وان
كان المراد وجوها اخرى كالعلم والجمال والكمال وشرافة الاصل
وغيرها فكم من متاخر فاق المتقدم بهذه الوجوه والفضيلة المطلقة
من جميع الوجوه باطلة عاطلة لا يقول بها عاقل **فصل** كرامات
الاولياء حق وهي امور خارقة للعادة من غير معاونة الالات و
مباشرة الاسباب يظهرها الله سبحانه على يد صالح من عباده
تقوية واثباتا للنبوة لنبي الذي هذا الصالح يكون فردا من افراد
امته وبهذا اظهر الفرق بين المعجزة والكرامة والاستدراج وكل
ما جاز ان يكون معجزة لنبي جاز ان يكون كرامة لولي قال ابن السبكي
تبعا للقشيري الا نحو ولد دون والد وقلب الجماد بهيمة فانه لا يكون
كرامة والولي هو العارف بالله الذي اذا رئي ذكر الله ويجمع بين
الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والمخل باحدهما لا يكون وليا نعم العصمة
ليست بشرط للاولياء ولكنهم اذا صدر منهم ذنب فيتوبون
على الفور ولا يصرون على المعصية والتائب من الذنب كمن لا ذنب
له ولذا قيل الانبياء معصومون والاولياء محفوظون والمراد ههنا
من الولاية الولاية الخاصة التي تكون للكاملين من المؤمنين و
الا كل مؤمن ولي بالولاية العامة وكل من زاد تقواه زادت

যারা মূল কিতাব যাচাই করতে আগ্রহী তারা নীচের লিংক থেকে ডাউনলোড করুন।
http://www.4shared.com/office/BMXsw1Qy/Hadia_tul_mahdi.html?cau2=403tNull&ua=WINDOWS

এই হলো তথাকথিত আহলে হাদীসদের বিশ্বাস। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কোন আলেম একথা বলে না যে, পরবর্তী কোন আলেম সাহাবীদের থেকে উত্তম । ইসলামের ইতিহাসে শিয়ারা ব্যতীত যেহেতু অন্য কোন আলেম এই দাবী করেনি যে সে সাহাবীদের চেয়ে উত্তম তাহলে আহলে হাদীসরা কেন এই দাবী করলো? তারা আসলে কাদেরকে উত্তম বোঝাতে চেয়েছে? আহলে সুন্নতের উলামায়ে কেরাম যেহেতু সাহাবীদের সাথে অন্যদের তুলনা করাকেও পছন্দ করে না, তাহলে পরবর্তী কোন আলেমদেরকে আহলে হাদীসরা শ্রেষ্ঠ বলল? তারা কি নিজেদের আহলে হাদীস আলেমদেরকে সাহাবীদের চেয়ে উত্তম বলতে চায়? শিয়াদের বারো ইমামকে শ্রেষ্ঠ বলার ধারণা থেকেই কি আহলে হাদীসদের এই আকিদার উদ্ভব?

সাহাবীদের সাথে পরবর্তীদের তুলনা:

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণ পরবর্তী কোন মুসলমানকে সাহাবীদের সাথে তুলনা করতেও কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অন্যান্য উম্মত উত্তম হওয়া তো দূরে থাক, সাহাবায়ে কেরামের ঘোড়ার ধুলির সমতুল্যও হতে পারবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. এর বক্তব্য:

و قد سئل عبد الله بن المبارك ، أيهما أفضل : معاوية بن أبي سفيان ، أم عمر بن عبد العزيز ؟فقال : و الله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة

অর্থ: একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রা. কে প্রশ্নর করা হলো, কে উত্তম? হযরত মুয়াবিয়া রা. না কি উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.? তিনি উত্তর দিলেন,
আল্লাহর শপথ, রাসূল স. এর সাথে চলার সময় হযরত মুয়াবিয়া রা. এর নাকে যেই ধুলো প্রবেশ করেছে, সেটি হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ থেকে হাজারগুণ উত্তম।
[ওফায়াতুল আইয়ান, খ.৩, পৃ.৩৩, ইবনে খল্লিকান, কিতাবুশ শরীয়া, খ.৫, পৃ.২৪৬৬]

মুয়াফী ইবনে ইমরান রহ. এর বক্তব্য:

و أخرج الآجري بسنده إلى الجراح الموصلي قال : سمعت رجلاً يسأل المعافى بن عمران فقال : يا أبا مسعود ؛ أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان ؟! فرأيته غضب غضباً شديداً و قال : لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد

অর্থ: ইমাম আজুবরী নিজ সনদে জাররাহ আল-মু'সিলী থেকে বর্ণনা করেছে, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে মুয়াফী ইবনে ইমরা রহ. কে প্রশ্ন করতে দেখলাম। সে জিজ্ঞাসা করলো, হে আবু মাসউদ, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ উত্তম না কি মুয়াবিয়া রা.? আমি তাকে দেখলাম, তিনি খুবই রাগান্বিত হয়ে গেলেন। অত:পর বললেন, রাসূল স. এর সাহাবীদের সাথে কাউকে তুলনা করা যাবে না।
[আশ-শরীয়া, খ.৫, পৃ.২৪৬৭]

আবু উসামা রহ. এর বক্তব্র:

ইমাম আজুররী নিজ সনদে ইমাম আবু উসামা রহ, থেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে একদা প্রশ্ন করা হলো,
أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟فقال : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهم أحد

অর্থ: হযরত মুয়াবিয়া ও উমর ইবনে আব্দুল আজির এর মধ্যে কে উত্তম? তিনি বললেন, রাসূল স. এর সাহাবীদের সাথে অন্য কারও তুলনা করা হবে না।

[কিতাবুশ শরীয়া, খ.৫, পৃ.২৪৬৬]

আহলে হাদীস মতবাদের সাথে হকপন্থী আহলে সুন্নতের বক্তব্য তুলনা করুন? কী পরিমাণ শিয়াদের আকিদার দ্বারা প্রভাবিত হলে তারা এতটা সাহাবী বিদ্বেষী হতে পারে? আল্লাহ আমাদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদার উপর অটল রাখুন এবং আহলে হাদীসসহ সকল বাতিল ফেরকা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-৯)

ওলীরা সাহাবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে:

আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী তার হাদইয়াতুল মাহদী কিতাবে লিখেছে,

والمحقق ان الصحابى له فضيلة الصحبة ما لايحصل
للولى ولكنه يمكن ان تكون لبعض الاولياء وجوه اخرى
من الفضيلة لم تحصل للصحابى كما روى عن ابن

" বিশুদ্ধ কথা হলো, সাহাবী রাসূল স. এর সংস্পর্শের মর্যাদা অর্জন করেছেন, যা কোন ওলী অর্জন করতে পারবে না, কিন্তু কিছু কিছু ওলী আউলিয়াদের এমন কিছু মর্যাদা ও ফজীলত থাকতে পারে, যা সাহাবীর ছিলো না। "

[হাদইয়াতুল মাহদী, পৃ.৯০]

অথচ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সকলেই এ বিষয়ে একমত যে সাহাবায়ে কেরাম রা. সমস্ত ওলী আওলিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ। সাহাবাদের তুলনায় কোন ওলীই কোন দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে না।

জুমার খুতবায় খুলাফায়ে রাশেদীনের নাম নেয়া বিদয়াত:

আহলে হাদীস আলেম জনাব ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী তার হাদইয়াতুল মাহদী কিতাবে লিখেছে,

ولا يلتزمون ذكر الخلفاء ولا ذكر سلطان الوقت
لكونه بدعة غير ما ثورة عن النبى واصحابه . ص ١١٠

অর্থাৎ আহলে হাদীসরা জুমার খুতনায় খুলাফায়ে রাশেদীন ও বাদশাহর নাম নেয় না। কারণ এটি একটি বিদয়াত। রাসূল স. ও সাহাবীদের যুগ থেকে এটি বর্ণিত নয়।

রাসূল স. ও সাহাবীদের থেকে এটি বর্ণিত নেই, একথা বলে সাহাবীদের নাম নেয়াকে বিদয়াত বলে চালিয়ে দিলেন। অথচ এই ওহিদুজ্জামান সাহেবই আবার লিখেছেন, আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেয়া জায়েয। অন্য

ভাষায় খুতবা দেয়া জায়েজ, এটা রাসূল স. এর কোন হাদীস বা কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত? আর খুতবার প্রত্যেকটা শব্দ রাসূল স. ও সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হতে হবে, এই শর্ত ওহিদুজ্জামান সাহেব কোথায় পেলেন? বাস্তবে আহলে হাদীসরাও কি রাসূল স. ও সাহাবীদের থেকে বর্ণিত শব্দের মাধ্যমেই শুধু খুতবা দেয়, না কি অতিরিক্ত কিছু বলে? তারা যদি জুমার খুতবায় সব কিছু আলোচনা করতে পারে, সেগুলো বিদয়াত হয় না, আর জুমার খুতবায় সাহাবীর নাম নিলে সেটা বিদয়াত হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ। এগুলো মূলত: এদের সাহাবী বিদ্বেষেরই বহি:প্রকাশ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এসব সাহাবী বিদ্বেষীদের থেকে হেফাজত করুন।

সাহাবীদের বক্তব্য দলিল নয়:

আহলে হাদীসদের প্রথম শ্রেণির আলেম মাওলানা নজীর হুসাইন দেহলভী ফতোয়ায়ে নজীরিয়াতে লিখেছে,

دوم آنکہ اگر تسلیم کردہ شود کہ سند ایں فتویٰ صحیح ست تاہم
ازو احتجاج صحیح نیست زیراکہ قول صحابی حجت نیست۔ ص ۳۴۰

অর্থ: দ্বিতীয় কথা হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রা. এর ফতোয়া যদি সহীহও, তবুও একে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা সঠিক নয়। কেননা, সাহাবীদের বক্তব্য দলিল নয়।

[ফতোয়ায়ে নজীরিয়া, পৃ.৩৪০]

আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান তার আরফুল জাদী কিতাবে লিখেছে,

حدیث جابر دریں باب قول جابر ست و قول صحابی حجت نیست
یعنی حضرت جابر کی یہ بات (کہ لا صلوٰۃ لمن یقرأ والی حدیث
تنہا نماز پڑھنے والے کیلئے ہے۔) حضرت جابر کا قول ہے اور صحابی کا
قول حجت نہیں ہوتا۔ ص ۳۸

অর্থাৎ এ বিষয়ে বর্ণিত বক্তব্যটি হজরত জাবের রা. এর। আর সাহাবীর কথা কোন দলিল নয়।

[আরফুল জাদী, পৃ.৩৮]

হযরত আলী রা. এর সম্পর্কে নজীর হুসাইনের মতামত:

আহলে হাদীস আলেম নজীর হুসাইন দেহলভী হযরত আলী রা. এর একটি বক্তব্য সম্পর্কে লিখেছে,

مگر خوب یاد رکھنا چاہئے کہ حضرت علی کے اس قول سے
صحت جمعہ کیلئے مصر کا شرط ہونا ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔
(فتویٰ نذیریہ ص ۵۹۴ ج ۱)

অর্থাৎ খুব ভালো করে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, হযরত আলী রা. এর এ বক্তব্যের মাধ্যমে জুময়া বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শহর হওয়ার শর্তটি কখনও প্রমাণিত হয় না।

সাহাবীদের আমল দলিল নয়:

নওয়াব সিদ্দিক হাসান তার বিখ্যাত কিতাব *আত- তাজুল মুকাল্লালে* লিখেছে,

وفعل الصحابی لا یصلح للحجة ص ۲۹۲

অর্থাৎ সাহাবীর আমল দলিল হওয়ার যোগ্য নয়।
[আত- তাজুল মুকাল্লাল, পৃ.২৯২]

সাহাবায়ে কেরামের মতামত ও বুঝ দলিল নয়:

ফতোয়ায়ে নজীরিয়াতে রয়েছে,

رابعاً یہ کہ ولو فرضنا تو یہ عائشہ اپنے فہم سے فرماتی ہیں، یعنی
حضرت عائشہ کا یہ کہنا کہ اگر آنحضور ﷺ اس زمانہ میں ہوتے تو
آپ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے) اور فہم صحابہ
حجت شرعی نہیں ہے۔(ص ۶۲۲ ج ۱)

অর্থাৎ মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার বিষয়ে হযরত আয়েশা রা. বলেন, যদি রাসূল স. এর সময় এমন হতো, তাহলে রাসূল স. মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। হযরত আয়েশা রা. এর এ বক্তব্য সম্পর্কে নজীর হুসাইন দেহলবী বলেন, **যদি আমরা হযরত আয়েশা রা. এর বক্তব্য মেনেও নেই, তাহলে হযরত আয়েশা রা. এটি নিজের বুঝ থেকে বলেছেন। আর সাহাবীদের বুঝ শরীয়তের দলিল নয়।**
[ফতোয়ায়ে নজীরিয়া, খ.১, পৃ.৬২২]

হযরত উমর রা. সম্পর্কে আহলে হাদীসদের জঘন্য বিষোদগার:
হযরত উমর রা. ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা। রাসূল স. এর প্রিয় সাহাবী। সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। হযরত উমর রা. এর ব্যাপারে শিয়ারা সবচেয়ে বেশি বিষোদগার করে থাকে। তারা হযরত উমর রা. এর প্রতি নিকৃষ্ট শব ব্যবহারে যেন প্রতিযোগিতা করেছে। এক্ষেত্রে আহলে হাদীস মতবাদের অনুসারীরাও কোন অংশে পিছিয়ে নেই। তারাও রীতিমত বিভিন্ন বিষয়ে হযরত উমর রা. এর বিষোদগার করে থাকে।

হযরত উমর রা. সাধারণ সাধারণ মাসআলায় ভুল করতেন:

আহলে হাদীস আলেম মুহাম্মাদ জুনাগড়ী একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবের নাম ত্বরীকে মুহাম্মাদী (রাসূল স. এর পথ)। রাসূল স. এর পথ নাম দিয়ে কিতাব লিখে রাসূল স. এর পথ থেকে মানুষকে সবচেয়ে বেশি বিচ্যুত করার চেষ্টা করেছেন। এরা নিজেদের কিতাব নাম রাসূল স. এর ফিকাহ, রাসূল স. এর পথ ইত্যাদি রেখে, রাসূল স. এর শত্রুদের ইচ্ছার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে। রাসূল স, এর কাছে তার সাহাবীরা ছিলেন খুবই প্রিয়ভাজন। তাদের সম্পর্কে নিকৃষ্ট শব্দ ব্যবহার কখনও রাসূল স. এর পথ হতে পারে না। মুহাম্মাদ জুনাগড়ী তার ত্বরীকে মুহাম্মদী বইয়ে লিখেছে,

پس آؤ سنو بہت سے صاف صاف موٹے موٹے مسائل ایسے
ہیں کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے ان میں غلطی کی، اور ہمارا اور آپ
کا اتفاق ہے کہ فی الواقع ان مسائل کے دلائل سے حضرت فاروق
اعظمؓ بے خبر تھے۔ ص ۴۱

অর্থাৎ শুনে রাখো, অনেক সুস্পষ্ট ও মোটা মোটা মাসআলায় হযরত উমর রা. ভুল করেছেন। আমরা ও আপনারা এ বিষয়ে একমত যে, হযরত উমর রা. এসব মাসআলার দলিল সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। [ত্বরীকে মুহাম্মাদী, পৃ.৪১]

হযরত উমর রা. সাধারণ সাধারণ মাসআলায় যদি ভুল করে থাকেন, তাহলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলায় তিনি কী করেছেন? যিনি সাধারণ মাসআলার দলিলও জানে না, তিনি কঠিন মাসআলার দলিল কীভাবে জানবে? আহলে হাদীসের এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, হযরত উমর রা. সারা জীবন শুধু ভুলই করেছেন। কারণ যিনি সাধারণ মাসআলায়ও ভুল থেকে বাচতে পারেন না, তিনি কঠিন কঠিন মাসআলায় ভুল করবেন এটাই স্বাভাবিক। নাউযুবিল্লাহ, ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ।

অথচ রাসূল স. হযরত উমর রা. সম্পর্কে বলেন,

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা হযরত উমর রা. এর জিহ্বা ও অন্তরে সত্য নিহিত রেখেছেন।

[তিরিমিযী, হা.৩৬৮২, ইবনে হিব্বান, ৬৮৯৫, আবু দাউদ, ২৯৬২]

আল্লাহ পাক পুরো উম্মতকে সাহাবী বিদ্বেষীদের থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-১০)

হযরত উমর রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. শরীয়ত বিরোধী মাসআলা দিতেন:

জামিয়া সালাফিয়া বেনারস এর গবেষক মুহাম্মাদ রইস নদভী আহলে হাদীস তানবীরুল আফাক নামে একটি কিতাব লিখেছে। এ কিতাবে সে হযরত উমর রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা, সম্পর্কে লিখেছে,

ظاہر ہے کہ کسی نصوص کے خلاف ان دونوں جلیل القدر صحابہ کے
موقف کو لائحہ عمل اور حجت شرعیہ کے طور پر دلیل راہ نہیں بنایا جا
سکتا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ چونکہ بطریق معتبر ثابت ہے کہ ان
دونوں جلیل القدر صحابہ نے نصوص شرعیہ کے خلاف موقف مذکور
اختیار کر لیا تھا، اس لئے صرف ان دونوں صحابہ کو نصوص کی خلاف
ورزی کا مرتکب قرار دیا جا سکتا ہے۔ ص ۸۷۔۸۸

অর্থাৎ স্পষ্টত: শরীয়তের নির্দেশনার বিপরীতে এই দু'জন সম্মানিত সাহাবীর অবস্থান আমলযোগ্য ও শরীয়তের দলিল হতে পারে না। এটিও স্পষ্ট যে, বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হলো, এই দুই সাহাবী যেহেতু শরীয়ত বিরোধী বিষয়টি গ্রহণ করেছিলেন, এজন্য তাদেরকে শরীয়তবিরোধী আখ্যায়িত করা হবে।
[তানবীরুল আফাক, পৃ.৮৭-৮৮]

নাউযুবিল্লাহ, ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ। হযরত উমর রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে বার শরীয়ত বিরোধী আখ্যা দেয়ার মূল মাসআলাটি হলো, একই সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক পতিত হওয়া। পুরো মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত যে, একই সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক পতিত। তথাকথিত গাইরে মুকাল্লিদরা সমগ্র সাহাবা ও মুসলিম উম্মাহের বিরোধীতার করে তিন তালাককে এক তালাক বানিয়েছে। হযরত উমর রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যেহেতু তাদের মতের বিপক্ষে গিয়েছে, এজন্য বার বার তাদেরকে শরীয়ত বিরোধী আখ্যা দিয়েছে, নাউযুবিল্লাহ। এসব লেখা পড়লে সন্দেহ হয়, এটি শিয়াদের লেখা না কি আহলে হাদীসদের?

হযরত উমর রা. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কুরআন ও হাদীস বোঝেননি:

قرآن مجید کی دو آیتوں اور پچاسوں حدیثوں میں تیمم سے نماز کی
اجازت ہے، حضرت عمر اور ابن مسعود کے سامنے یہ آیات واحادیث
پیش ہوئی تھیں، پھر بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آسکی۔ ص۴۱۸

অর্থাৎ কুরআনের দু'টি আয়াত এবং প্রায় পন্চাশটি হাদীসে গোসল ফরজ ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের কথা রয়েছে। হযরত উমর ও ইবনে মাসউদ রা. এর সামনে এ আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়েছিলো। তবুও তারা বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হননি।

[তানবীরুল আফাক, পৃ.৪১৮]

নাউযুবিল্লাহ। ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ। আমরা আগে জানতাম, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এধরনের শব্দ ব্যবহার কেবল শিয়ারাই করে থাকে। অথচ এই শিয়াদের সাথে যুক্ত হয়েছে ছোট শিয়ার আরেকটি তথা আহলে হাদীস। হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ. এর সেনাবাহিনীতে আহলে হাদীস গোষ্ঠী ছোট শিয়া বা ছুটা রাফেজী হিসেবে পরিচিত ছিলো। তাদের লেখনী দেখলে এই বাস্তবতাই কেবল বিমূর্ত হয়ে ওঠে।

হযরত উমর রা. কুরআনের বিধান পরিবর্তন করেছেন:

জামিয়া সালাফিয়া বেনারস এর গবেষক আহলে হাদীস আলেম মুহাম্মাদ রইস নদভী তানবিরুল আফাক কিতাবে হযরত উমর রা, সম্পর্কে লিখেছে,

موصوف عمر کی خواہش و تمنا بھی یہی تھی کہ قرآنی حکم
کے مطابق ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک ہی قرار دیں، مگر لوگوں کی
غلط روی روکنے کی مصلحت کے پیش نظر موصوف نے باعتراف
خویش اس قرآنی حکم میں ترمیم کر دی، اس قرآنی حکم میں موصوف
نے یہ ترمیم کی کہ تین قرار پانے لگیں (ص۴۹۸ تنویر)

অর্থাৎ হযরত উমর রা. এর আকাংখ্যা ও ইচ্ছা এটাই ছিলো যে, কুরআনের বিধান অনুযায়ী এক বৈঠকের তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করবেন। কিন্তু মানুষের ভুল পদ্ধতি বন্ধ করার উদ্দেশ্য হযরত উমর রা. নিজের

স্বীকৃতি অনুযায়ী কুরআনের বিধানে পরিবর্তন করেছেন। হযরত উমর রা. কুরআনের বিধান এভাবে পরিবর্তন করেছেন যে, এক তালাক তিন তালাক হিসেবে পরিগণিত হয়।

[তানবীরুল আফাক, পৃ.৪৯৮]

সাহাবায়ে কেরাম পবিত্র কুরআনের আয়াত জেনেও এর বিপরীত আমল করতেন:

بہت سے صحابہ وتابعین بہت سی آیات کی خبر رکھنے اور
تلاوت کرنے کے باوجود بھی مختلف وجوہ سے ان کے خلاف عمل
پیرا تھے۔(ص ۴۷، تنویر)

অর্থাৎ অনেক সাহাবা ও তাবেয়ীন অনেক আয়াত সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সেগুলো নিয়মিত তেলাওয়াত করা সত্ত্বেও বিভিন্নভাবে এসব আয়াত বিরোধী আমল করতেন।

[তানবীরুল আফাক, পৃ.৪৭]

নাউযুবিল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কী জঘন্য অপবাদ। এসব নিকৃষ্ট মানসিকতার লোকদের পক্ষেই কেবল সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এধরনের মিথ্যা অপবাদ দেয়া সম্ভব। এদের দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কেরাম কুরআন বিরোধী ছিলেন, তাবেয়ীনগণ কুরআন বিরোধী ছিলেন। বার শ বছরের মুসলিম উম্মাহ মাজহাব অনুসরণের কারণে মুশরিক হয়ে গেছে। শুধুমাত্র ইংরেজদের হাতে সৃষ্ট আহলে হাদীস দলই সত্যের উপর রয়েছে। এদের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কে হতে পারে? মহান আল্লাহ তায়ালা যেখানে সাহাবায়ে কেরামের ইমান আনতে বলেছেন, তাদের অনুসারীদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন, অথচ এই নব্য সৃষ্ট আহলে হাদীস ফেতনা সেই সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন বিরোধী আখ্যা দিচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ।

ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে মুবারকপুরীর জঘন্য বক্তব্য:
তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াজীর লেখক আব্দুর রহমান মুবারকপুরী কট্টর আহলে হাদীস ছিলো। সে হযরত ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে লিখেছে,

"ولو تنزلنا وسلمنا ان حديث ابن مسعود هذا صحيح
او حسن فالظاهر ان ابن مسعود قد نسيه كما قد نسي
اموراً كثيرةً" (تحفة الاحوذی ص ۲۲۱ ج ۱)

অর্থাৎ, আমরা যদি মেনে নেই যে, রফয়ে ইয়াদাইন না করার ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীস সহীহ বা হাসান, স্পষ্টত: হযরত ইবনে মাসউদ রা. রফয়ে ইয়াদাইন করার বিষয়টি ভুলে গেছেন, যেমন তিনি অন্যান্য অনেক বিষয় ভুলে গেছেন।

নাউযুবিল্লাহ। ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ। এই হলো আহলে হাদীসদের আসল চেহারা। মতের সাথে না মিললে রাসূল স. এর হাদীসদে পায়ের নীচে ফেলে দিবে। সাহাবীকে ভুল সাব্যস্ত করবে। হযরত ইবনে মাসউদ রা. কি মাত্র একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি কি সব হাদীসে ভুল করেছেন না কি শুধু রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীসে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. অধিক হাদীস বর্ণনাকারী দশজন সাহাবীর মাঝে অষ্টম। তিনি মোট ৮৪৮ টা হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণিত সব হাদীসই কি ভুল? বোখারী শরীফে প্রায় আশিটা হাদীস হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। এসব হাদীসের ক্ষেত্রেও কি বলবেন, তিনি ভুলে গেছেন? তথাকথিত এসব আহলে হাদীসদের বিচারের ভার আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি। সাহাবীদের সম্পর্কে এদের লাগামহীন বক্তব্য শুধু সাহাবীদের মান-সম্মান নষ্ট করে না, বরং পুরো শরীয়তকেই আস্থাহীন ও ভিত্তিহীন করার জন্য যথেষ্ট। একজন নাস্তিক স্বাভাবিকভাবে একথা বলতে পারবে, প্রত্যহ পাচ ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল যদি ইবনে মাসউদ রা, ভুলে গিয়ে থাকেন, তবে তিনি অন্যান্য বিষয় কীভাবে স্মরণ রেখেছেন?

প্রবৃত্তিপুজারী ও স্বার্থান্ধ যেসব আহলে হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর সমালোচনা করে, তাদের উদ্দেশ্য আহলে হাদীসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি বক্তব্যই যথেষ্ট।
ইবনে তাইমিয়া তার মাজমুুল ফাতাওয়াতে লিখেছে,

وسئل علي عن علماء الناس فقال واحد بالعراق
ابن مسعود، وابن مسعود فى العلم من طبقة عمر وعلى
وابى معاذ وهو من الطبقة الاولىٰ من علماء الصحابة
فمن قدح فيه او قال هو ضعيف الرواية فهومن جنس
الرافضة الذين يقدحون فى ابى بكر و عمر و عثمان و
ذلك يدل على افراط جهله بالصحابة و زندقته و نفاقه.
ص ٥٣١ ج ٤ فتاوىٰ

অর্থাৎ "হযরত আলী রা. কে সাহাবীদের মাঝে বড় আলেমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, তিনি হলেন একজন। ইরাকে অবস্থানরত হযরত ইবনে মাসউদ।" ইলমের ক্ষেত্রে হযরত ইবনে মাসউদ রা. ছিলেন, হযরত উমর, হযরত আলী, মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. এর স্তরের। সাহাবীদের মাঝে তিনি ছিলেন প্রথম

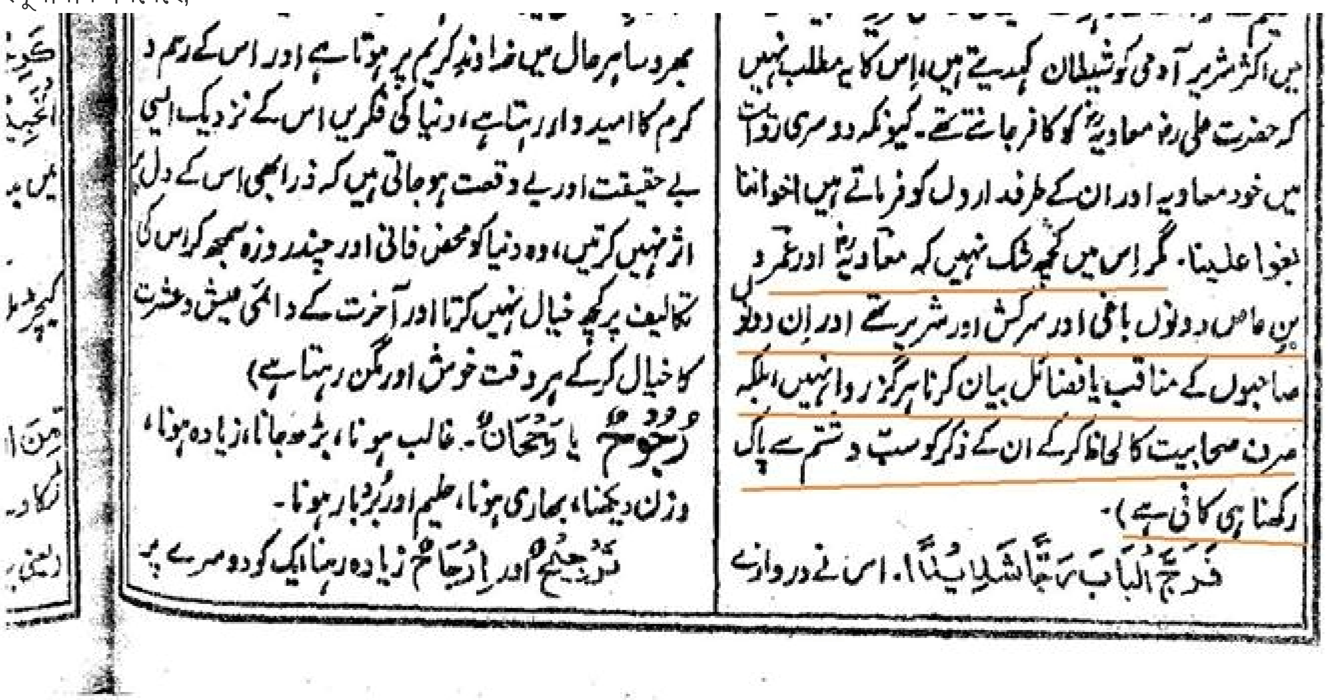
সারীর সাহাবী। যে হরত ইবনে মাসউদ রা. এর সমালোচনা করে কিংবা হাদীসের ক্ষেত্রে তাকে দুর্বল বলে, সে সব শিয়াদের গোত্রভূক্ত যারা হযরত আবু বরক, উমর ও উসমান রা. এর সমালোচনা করে। হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর সামলোচনা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে তার অজ্ঞতা, তার ধর্মদ্রোহীতা ও মুনাফেকীর প্রকাশ মাত্র।
[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.৪, পৃ.৫৩১]

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, শিয়াদের গোত্রভুক্ত আহলে হাদীসরাই কেবল ইবনে মাসউদ রা. এর সমালোচনা করার দু:সাহস দেখাতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সব ধরনের শিয়া মনোভাবের লোক থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-১১)

হযরত মুয়াবিয়া ও আমর ইবনে আস রা. রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলো:

আহলে হাদীস আলেম ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী লুগাতুল হাদীস নামে একটা কিতাব লিখেছে। এই কিতাবে র' অধ্যায়ের আলোচনায় সে হযরত মুয়াবিয়া ও আমর ইবনে আস সম্পর্কে মারাত্মক জঘন্য ভাষা ব্যবহার করেছে। ওহিদুজ্জামান লিখেছে,


ہیں اگر شریر آدمی کو شیطان کہدیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں
کہ حضرت علی رضہ معاویہؓ کو کافر جانتے تھے۔ کیونکہ دوسری روایت
میں خود معاویہ اور ان کے طرفداروں کو فرماتے ہیں اخواننا
بغوا علینا۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ معاویہؓ اور عمرو
بن عاص دونوں باغی اور سرکش اور شریر تھے اور ان دونوں
صاحبوں کے مناقب یا فضائل بیان کرنا ہرگز روا نہیں بلکہ
صرف صحابیت کا لحاظ کرکے ان کے ذکر کو سب و شتم سے پاک
رکھنا ہی کافی ہے)۔
فَرَجَّ الْبَابَ يَرُجُّهُ رَجًّا شَدِيدًا۔ اس نے دروازے

بھروسا ہر حال میں خداوند کریم پر ہوتا ہے اور اس کے رحم و
کرم کا امیدوار رہتا ہے، دنیا کی فکریں اس کے نزدیک ایسی
بے حقیقت اور بے وقعت ہو جاتی ہیں کہ ذرا بھی اس کے دل پر
اثر نہیں کرتیں، وہ دنیا کو محض فانی اور چند روزہ سمجھ کر اس کی
تکالیف پر کچھ خیال نہیں کرتا اور آخرت کے دائمی عیش و عشرت
کو خیال کرکے ہر وقت خوش اور مگن رہتا ہے)
رُجُوحٌ یا رُجْحَانٌ۔ غالب ہونا، بڑھ جانا، زیادہ ہونا،
وزن دیکھنا، بھاری ہونا، حلیم اور بردبار ہونا۔
تَرْجِیْحٌ اور اِرْجَاحٌ زیادہ رہنا ایک کو دوسرے پر

" এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত মুয়াবিয়া ও আমর ইবনে আস উভয়ে বিদ্রোহী ও অবাধ্য ও নিকৃষ্ট ছিলো। তাদের জীবনী, মর্যাদা ও ফজীলত সংক্রান্ত আলোচনা কখনও শোভনীয় নয়। বরং সাহাবী হওযার দিকে দৃষ্টি রেখে কেবল তাদেরকে গালাগালি থেকে মুক্ত রাখাই যথেষ্ট।"

স্ক্রিনশট দেখুন,



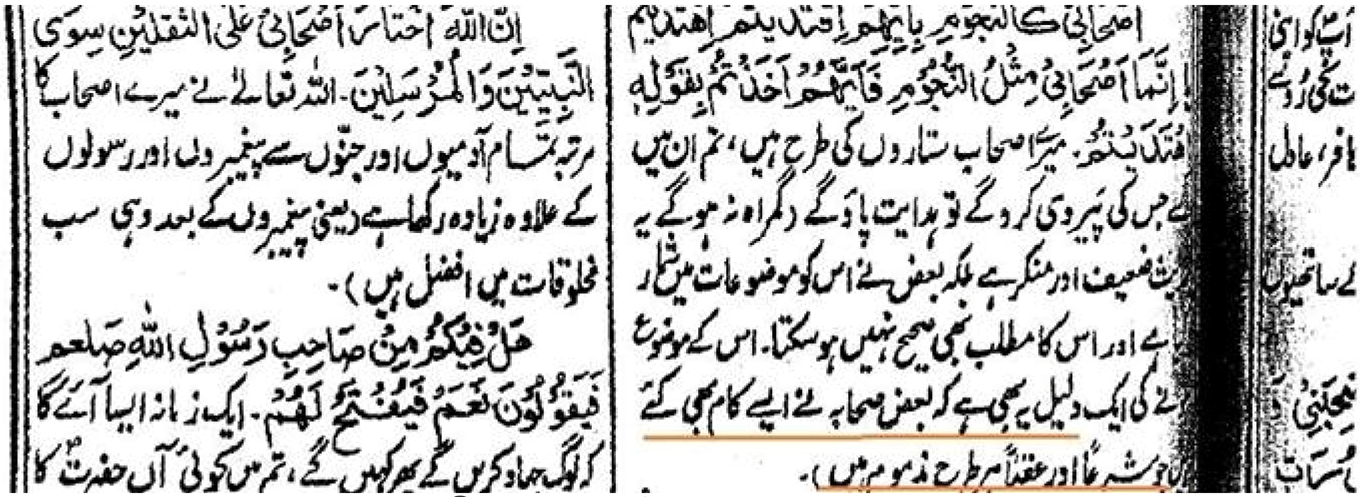
মূল বইয়ের ডাউনলোড লিংক:
https://ia601001.us.archive.org/9/items/09RaaLughatHadisKitab/09%20Raa%20Lughat%20Hadis%20Kitab.pdf

নাউযুবিল্লাহ। রাসূল স. এর সাহাবীদেরকে অবাধ্য ও নিকৃষ্ট বলেও ক্ষ্যান্ত হয়নি। বরং ওহিদুজ্জামান সাহেবের নিকট তাদের মর্যাদা বর্ণনাও শোভনীয় নয়। তাদেরকে গালি থেকে পাক রাখার কথা বললেও পূর্বে নিজেই তাদেরকে নিকৃষ্ট (শারীর) ও অবাধ্য (সারকাশ) বলেছে। আমরা পূর্বের আলোচনায় ওহিদুজ্জামানের বক্তব্য উল্লেখ করেছি যে, সে হযরত মুয়াবিয়া রা. কে অভিশপ্ত পর্যন্ত বলেছে। এগুলো আহলে হাদীসদের কাছে গালি নয়। যদি এরা গালাগালি দিতো, না জানি কতো কিছু লিখতো। সাহাবায়ে কেরামকে গালি দিবো না একথা বলে যে এত কিছু বলতে পারে, তাহলে গালি দিলে কী কী বলতো? ওহিদুজ্জামান শুধু এ দুই সাহাবীকেই নিকৃষ্ট বলেনি, অন্যান্য সাহাবী সম্পর্কেও বলেছে, তারা শরীয়ত ও বিবেক উভয়ের কাছে নিকৃষ্ট এজাতীয় কাজ করেছেন। এজন্য কোন সাহাবীকে

তারকার সাথে তুলনা করা সমীচিন নয়। সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু নিকৃষ্ট কাজ করেছে, একারণে তাদেরকে হেদায়াতের আলোক বর্তিকা মনে করাটাও ওহিদুজ্জামান সাহেবের কাছে শোভনীয় নয়।

সাহাবারা নিকৃষ্ট কাজ করেছেন:

আহলে হাদীস আলেম ওহিদুজ্জামান সাহেব সাহাবারা তারকা সদৃশ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। এ কথার প্রমাণ হিসেবে তিনি লিখেছেন,



اَصْحَابِیْ کَالنُّجُوْمِ بِاَیِّهِمْ اِقْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ
اِنَّمَا اَصْحَابِیْ مِثْلُ النُّجُوْمِ فَاَیُّهُمْ اَخَذْتُمْ بِقَوْلِهٖ
فَتَدَیْتُمْ۔ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں
ے جس کی پیروی کروگے تو ہدایت پاؤگے (گمراہ نہ ہوگے یہ
یث ضعیف اور منکر ہے بلکہ بعض نے اس کو موضوعات میں شمار
ہے اور اس کا مطلب بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کے موضوع
نے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ نے ایسے کام بھی کئے
ں جو شرعاً اور عقلاً ہر طرح مذموم ہیں)۔

اِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَ اَصْحَابِیْ عَلَی الثَّقَلَیْنِ سِوَی
النَّبِیِّیْنَ وَالْمُرْسَلِیْنَ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کا
مرتبہ تمام آدمیوں اور جنوں سے پیغمبروں اور رسولوں
کے علاوہ زیادہ رکھا ہے (یعنی پیغمبروں کے بعد وہی سب
مخلوقات میں افضل ہیں)۔
هَلْ فِیْکُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم
فَیَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَیُفْتَحُ لَهُمْ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ لوگ جہاد کریں گے پھر کہیں گے، تم میں کوئی آں حضرت کا

" কিছু কিছু সাহাবা এমন কাজ করেছেন, যা শরীযত ও বিবেক উভয়ের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট"

মূল বইয়ের স্ক্রিনশট:



মূল বইয়ের ডাউনলোড লিংক:
https://ia601001.us.archive.org/31/items/13SaadLughatHadisKitab/13%20Saad%20Lughat%20Hadis%20Kitab.pdf

এভাবে সাহাবাদেরকে বিভিন্ন আক্রমণে জর্জরিত করা হয়েছে। কোথাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়া হযেছে, তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। অথচ এসব সাহাবী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা হুসনা তথা পরকালে মহা কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অথচ তথাকথিক ছোট শিয়ারা তাদেরকে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র বানাতে ব্যস্ত। তাদেরকে অভিশপ্ত বলে তারা মহা তৃপ্তির ঢেকুর তুলেছে। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে সাহাবায়ে কেরামের মহব্বত ঢেলে দিন, তাদের অনুসৃত পথে পরিচালিত করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে হাদীসদের দৃষ্টিভঙ্গি (পর্ব-১২)

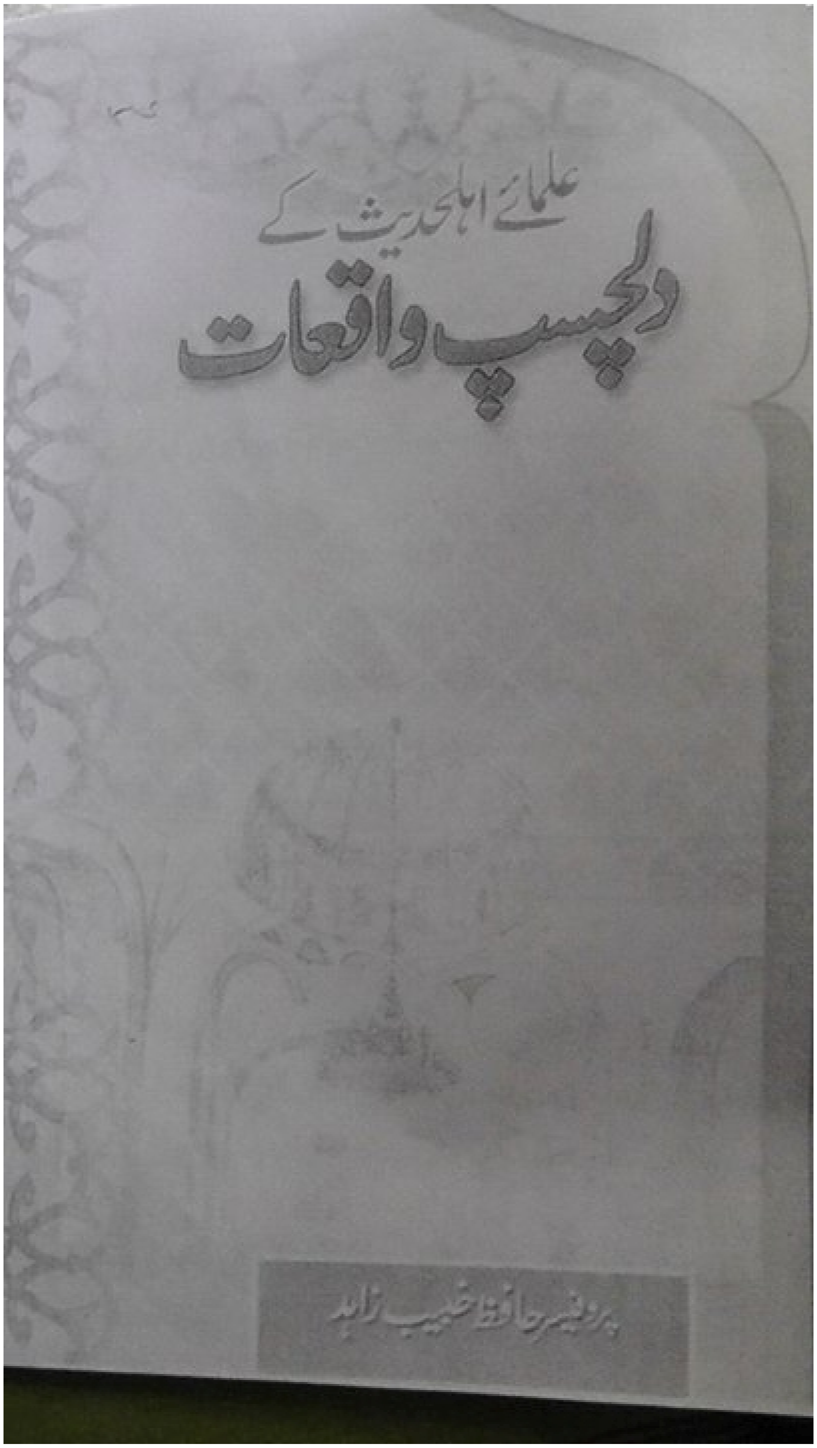
সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে রা. না বললেও জুলফিকার আলী ভূট্রোকে রাযিয়াল্লাহু বলে সম্মান প্রদর্শন:

ইংরেজদের সময়ে সৃষ্ট আহলে হাদীসদের অন্যতম আলেম হলেন ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী। তিনি ইন্ডিয়ার আহলে হাদীসদের মাঝে বেশ বিখ্যাত। আহলে হাদীসদের মাঝে তার অনুবাদকৃত সিহাহ সিত্তাহ ব্যাপক প্রচলিত। ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী আহলে হাদীসদের মাঝে স্বীকৃত একজন আলেম ছিলেন। আহলে হাদীস আলেমদের জীবনীর উপর লেখা চালিস উলামাযে আহলে হাদীস (চল্লিশজন আহলে হাদীস আলেম) কিতাবে তার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। জনাব ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদীর লেখা একটি কিতাব হলো, কানযুল হাকাইক মিন ফিকহি খাইরিল খালাইক ((সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর ফিকহের রহস্য ভান্ডার)।
ওহিদুজ্জামান হাইদ্রাবাদী লিখেছে,

ويستحب الترضي للصحابة غير ابى سفيان ومعاوية
وعمرو بن العاص ومغيرة بن شعبة و سمرة بن جندب۔

"অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম রা. সম্পর্কে রাযিয়াল্লাহু আনহু বলা মুস্তাহাব। **তবে আবু সুফিয়ান, মুয়াবিয়া, আমর ইবনে আস, মুগীরা ইবনে শু'বা, সামুরা ইবনে জুনদুব এর নামের শেষে রাযিয়াল্লাহু আনহু বলা মুস্তাহাব নয়।** "

অর্থাৎ আহলে হাদীসরা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে রাজিয়াল্লাহু আনহু বলতে নারাজ। এবার একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্রোকে ঠিকই এক আহলে হাদীস আলেম রা. বলেছে। আহলে হাদীস আলেমদের বিভিন্ন ঘটনা সংকলন করে প্রফেসর হাফেজ খুবাইব জাহিদ একটি বই লিখেছেন। বইয়ের নাম, উলামায়ে আহলে হাদীসকে দিল চাস্প ওয়াকিয়াত (আহলে হাদীস আলেমদের চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী)।
স্ক্রিনশট দেখুন,



এই বইয়ের ১২২ পৃষ্ঠায় জনৈক আহলে হাদীস আলেমের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণ:

☆☆☆☆☆

جنرل ضیاء نے ایک دفعہ علماء کو بلایا اور نفاذ اسلام کا اعلان کیا اس موقع کا ذکر کرتے
ہوئے کہنے لگے۔ "جنرل صاحب نے نفاذ اسلام کا اعلان کیا تو مولویوں نے ماشاء اللہ کہنا
شروع کیا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مولوی صاحب نے اتنی زور سے جزاک اللہ کہا کہ میں
کرسی سے نیچے گر جانے لگا تھا۔ کہنے لگے۔ آپ کو کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا۔ مجھے بھٹو رضی
اللہ عنہ یاد آ گئے ہیں۔ جب وہ تھے تب بھی آپ جزاک اللہ اتنی ہی زور سے کہا کرتے

অর্থাৎ "পাকিস্তানের জেনারেল জিয়াউল হক একবার আলেমদেরকে ডাকলেন। তিনি ইসলাম শাসনতন্ত্র চালু করার ঘোষণা দিলেন। সেই সময়ের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জেনারেল সাহেব যখন ইসলামী শাসনতন্ত্র চালুর ঘোষণা দিলেন, তখন আলেমরা মাশায়াল্লাহ বলা শুরু করলো। আমার পাশে বসা এক মৌলবী সাহেব এতো জোরে জাযাকাল্লাহ বলল যে, আমি চেয়ার থেকে নীচে পড়ে যাচ্ছিলাম। আলেম সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কী হলো? আমি বললাম, **আমার ভূট্টো রাযিয়াল্লাহ আনহুর কথা মনে পড়েছে।** যখন তিনি ছিলেন, তখনও আপনি এতো জোরে জাযাকাল্লাহ বলতেন। "

প্রিয় পাঠক, পাকিস্তানের স্বৈরশাসক ভুট্টোকে রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতে আহলে হাদীসরা দ্বিধা করে না, অথচ বড় বড় সাহাবীদের সম্পর্কে রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতে গেলে তাদের জবান আড়ষ্ট হয়। এটি কীসের আলামত? সাহাবায়ে কেরামের মহব্বতের নিদর্শন না কি তাদের প্রতি মারাত্মক বিদ্বেষের? আর ভূট্টোর মতো একজন সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাজিয়াল্লাহ আনহু ব্যবহার করে কী মারাত্মকভাবেই না তিনি এর সাথে ঠাট্টা করলেন? সাহাবায়ে কেরামের শানে আমরা যেটাকে অত্যন্ত গর্বের সাথে ব্যবহার করি, তারা এটাকে ব্যবহার করছে ভুট্টোর জন্য। এধরনের সীমাহীন ঠাট্টাকে একজন মুসলমান কীভাবে মেনে নিতে পারে?
আল্লাহ সবাইকে হেদায়াত দান করুন। আমীন।

(বি:দ্র: প্রবন্ধটি মুফতী ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারি ভাই পর্ব আকারে ফেসবোকে ও উনার ওয়েব সাইটে পোষ্ট করেছিলেন, যার হুবহু পর্বগুলিকে একত্র করা হয়েছ এখানে।) মা'আস্সালাম।